লেখকের লিখিত গ্রন্থাবলী

১। তোহফায়ে কালিমী (যিকির সম্পর্কিত)।
২। মুনকাশিফ (মুনশায়েব এর শারাহ)।
৩। কাশফুল আদাব (ফায়যুল আদাব এর শারাহ) প্রথম খন্ড।
৪। আযীযুল আদাব (মাজানীয়ুল আদাব এর শারাহ)।
৫। এতেকাফের নিয়ম ও মসায়েল।
৬। নাগমাতে কালিমী (নাত ও গজলের বই) ।
৭। নাগমাতে আযীযী।
৮। তাযকেরায়ে মাশায়েখে পান্ডুয়া।
৯। ইলম এবং আলেমসম্প্রদায়।
১০। ভূমিকম্পের কারণ ও পূর্ববর্তী আযাবের বিবরণ।
১১। ইমামের অনুসরণে ক্বেরাতের হুকুম।
১২। আ'লা হযরত-এর মহান ব্যক্তিত্ব।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

প্রকাশকঃ- আল-আমীন ফাউন্ডেশন
কাহালা, মোথাবাড়ি, কালিয়াচক, মালদা, Mob.: 9093697469

হুযূর আ'লা হযরত (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর মহান ব্যক্তিত্ব

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

সংকলকঃ-
আযীযে মিল্লাত মুফতী
মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয কালিমী
বড় বাগান, মানিকচক, মালদা
শিক্ষকঃ- মাদ্রাসা গাওসিয়া
ফাসিহীয়া মাদিনাতুল উলূম,
খালতিপুর, থানা-কালিয়াচক,
জেলা-মালদা।
Mob. 9734135362

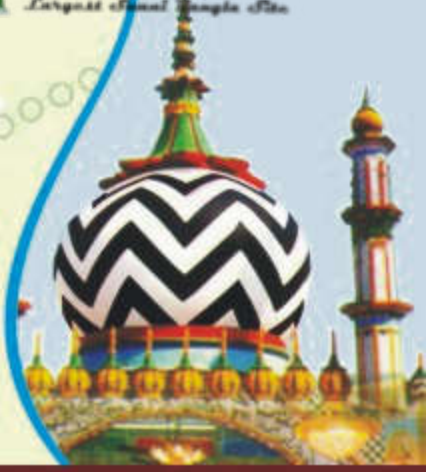

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

প্রকাশকঃ- আল-আমীন ফাউন্ডেশন
কাহালা, মোথাবাড়ি, কালিয়াচক, মালদা, Mob.: 9093697469

হুযূর আ'লা হযরত
(রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
-এর
মহান ব্যক্তিত্ব

-ঃ সংকলক ঃ-

আযীযে মিল্লাত মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয কালিমী

গ্রামঃ- কুরবানী টোলা, পোঃ- দাল্লুটোলা, থানাঃ- মানিকচক,
জেলা - মালদা।

-ঃ শিক্ষক ঃ-

মাদ্রাসা গাওসিয়া ফাসিহীয়া মাদীনাতুল উলূম
খালতিপুর, থানা - কালিয়াচক, জেলা- মালদা,
কথা - 9734135362

আ'লা হযরত (রহঃ)-এর মহান ব্যক্তিত্ব

ঃ পুস্তকের নাম ঃ

হুযূর আ'লা হযরত (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) -এর মহান ব্যক্তিত্ব

-ঃঃ পরিমার্জনায় ঃঃ-

মোহাঃ জাহাঙ্গীর আলাম
সাং- কাহালা, উত্তরলক্ষীপুর, কালিয়াচক, মালদহ।

-ঃ লেখক ঃ-

আযীযে মিল্লাত মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয কালিমী
গ্রামঃ- কুরবানী টোলা, পোঃ- দাল্লুটোলা,
থানাঃ- মানিকচক, জেলা - মালদা।
কথা - 9734135362

-ঃ শিক্ষক ঃ-

মাদ্রাসা গাওসিয়া ফাসিহীয়া মাদীনাতুল উলূম
খালতিপুর, থানা - কালিয়াচক, জেলা- মালদা,
কথা - ৯৭৩৪১৩৫৩৬২

প্রকাশন সংখ্যা ঃ- ১১০০ কপি
প্রথম প্রকাশ ঃ- অক্টোবর ২০১৬ সাল
মূল্য -

ঃ অক্ষর বিন্যাস ঃ
মোহাম্মাদ আব্দুল আজিজ **[Mob.- 8967780906]**
নকশাকার ঃ মোহাঃ সামিম আখতার **[Mob.-9851784577/875914990]**
আরবী ও উর্দু ঃ মৌলানা জিয়াউল হক সাকাফী **[Mob.- 9609020051]**

উৎসর্গ

* শায়খে তারীক্বাত সায়্যেদ শাহ্ মুহাম্মাদ হুসাইন কালিমী উরফে দুলহা মিঞা মিরানপুর, কাটরা শরীফ ইউ.পি।
* তাজুল উরাফা হুযুর সায়্যেদ শাহ্ মাসরুর আহমাদ কালিমী মিরানপুর কাটরা শরীফ, ইউ.পি.
* শাহযাদায়ে আ'লা হযরত, হুজ্জাতুল ইসলাম হুযুর আশ শাহ্ হামিদ রেযা বারেলবী।
* শাহ্যাদায়ে আ'লা হযরত মুফতীয়ে আযমে হিন্দ হুযুর আশ শাহ মুস্তাফা রেযা খান রারেলবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন)
* সমস্ত শিক্ষক মন্ডলীগণ যাঁদের অশেষ করুণার দ্বারা এই অধম ধর্মের খেদমত করার সুযোগ পেয়েছে।

আমার গোত্রের ছোট-বড় সকল, বিশেষ করে আমার দাদা-দাদী, নানা-নানী, কাকা-কাকী, মামা-মামী এবং ভাই বোন যাঁরা ইহকাল ত্যাগ করে পরকাল গমন করেছেন। তাছাড়া আমার পরম শ্রদ্ধেয় মাতা- পিতা যাঁদের নেক দো'আ ও পরম স্নেহের দ্বারা এই অধম লালিত পালিত হয়েছে।

আমি আমার লেখনীর দ্বারা সঞ্চিত ও অর্জিত সমস্ত নেকী তাঁদের জন্য উৎসর্গ করলাম।

ইতি -

মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয কালিমী

বড় বাগান, মানিকচক, মালদা।

১২ই শাবান, ১৮৩৭ হিজরী

২০শে মে, ২০১৬ রোজ শুক্রবার।

www.YaNabi.in

সূচীপত্র

বিবরণ		পৃষ্ঠা নম্বর
কিছু বলি	-	৩
মানক্বাবাত	-	৪
বংশ পরিচয়	-	৫
আ'লা হযরতের বংশীয় শাজরা	-	৬
জন্ম	-	৭
আবজাদ হিসাবে নকশা	-	৭
নাম	-	৮
জন্মের পূর্বে	-	৮
কতিপয় ভবিষ্যদ্বানী	-	৮
বিসমিল্লাহ পাঠ	-	৯
শৈশবে বিদ্যার্জনে আগ্রহ	-	৯
মেধা শক্তি	-	৯
পাঠ্য জ্ঞান পূর্ণতা অর্জন	-	১০
স্মরণ শক্তি	-	১১
আ'লা হযরত ছিলেন জ্ঞানের ভান্ডার	-	১২
বা'য়াত ও খেলাফত	-	১৭
বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ	-	১৮
নিদর্শন ও কীর্তি	-	২০
কানযুল ঈমান	-	২১
কানযুল ঈমান শ্রেষ্ঠ কেন ?	-	২২
চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দিদ	-	২৫
কতিপয় কারামাত - হঠাৎ বৃষ্টি	-	২৬
দরজায় বাঘের পাহারা	-	২৭
ট্রেন থেকে থাকল	-	২৮
খ্যাতি সম্পন্ন শিষ্যগণ	-	২৯
আ'লা হযরতের সম্পর্কে কতিপয় মনীষীর অভিমত	-	৩০
কতিপয় ভিন্ন আক্বীদাবলম্বীর অভিমত	-	৩১
ইন্তেকাল	-	৩৩
মাযার শরীফ	-	৩৫
জগৎ বিখ্যাত সালামে রাযা	-	৩৬

www.YaNabi.in

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

কিছু বলি

আমি কখনও নিজ মস্তকে ভাবিনি যে, আ'লা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) -এর মতো মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিছু লিখবো। কারণ কোথায় সেই মহান ব্যক্তি, আর কোথায় এ অধম। কিন্তু একদিন **'মাদ্রাসা মাদীনাতুল উলুম'** খালতিপুর, কালিয়াচক, মালদা -এর টেবিলে আমার সহকর্মীবৃন্দ এ বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করেন যে, আ'লা হযরতের ব্যক্তিত্বকে মানুষের কাছে প্রকাশ করার প্রয়োজন রয়েছে, তবে বাঙ্গালী মুসলমানদের জন্য বাংলা ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে একটি পুস্তক প্রয়োজন যা পাঠ করে মানুষ যেন তাঁর ব্যক্তিত্বকে বুঝতে পারেন। সুতরাং এই দ্বায়িত্বটা আমারই উপর উপস্থাপন করেন কিন্তু আমি বললাম যে, আমি খুব ব্যস্ত এবং আমার মধ্যে বাংলা ভাষার সেই রকম দক্ষতাও নেই। তাই আমার দ্বারা সম্ভবপর মনে হচ্ছে না। তখন আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন হযরত মাওলানা বাদরে আলাম রেযবী সাহেব, খালতিপুরী,বলে উঠলেন যে, কানযুল ঈমানের প্রথমে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা আছে তা থেকে সংগ্রহ করে সংক্ষিপ্ত আকারে লিখেন সহজ হবে, সময়ও কম লাগবে আর কাজও হয়ে যাবে।

তাই আমি হযরতুল আল্লাম মুফতী আব্দুল মান্নান সাহেব (আত্বালাল্লাহু তা'আলা উমরাহ অ ফাযলাহ) -এর কৃত বঙ্গানুবাদকে সামনে রেখে কলম ধরলাম এবং তা সম্পন্ন করতে সক্ষম হলাম (আলহামদুলিল্লাহি)।

আমি আমার সমস্ত স্টাফ এবং বিশেষ করে উল্লেখিত মাওলানা সাহেবের আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এবং আল্লাহ রাহমান ও রহিমের নিকট দু'আ করি যে, সকলকে আসমানী জামিনী বালা মুসিবত থেকে বিরত রেখে সকলের ঈমানে আমলে, ফযলে কামালে এবং বয়সে অসংখ্য রহমত ও বরকত প্রদান করেন এবং তাঁদের ওসীলায় এই পুস্তকখানি আমার নাজাতের ওসীলা বানান। আমীন বি-জাহি সায়্যেদিল মুরসালিন (আলাইহিস সালাম)।

ইতি

মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয কালিমী

১১ শাবান, ১৪৩৭ হিজরী

১৯ মে, ২০১৬ সাল

www.YaNabi.in

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

আ'লা হযরত (রহঃ)-এর মহান ব্যক্তিত্ব

মানক্বাবাত

আ'লা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা খান বারেলবী
(রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

মেরে রাযা কি শান দেখো মেরে রাযা কি শান
আরবাবে দানিশ কি নাযরেঁ জিস পে হ্যাঁয় হায়রান।

মেরে রাযা কি দেখো তাদবীর, বেরাহোঁ কি হ্যায় আকসীর
মেরে রাযা কি দেখো তাহরীর, তেগ সে ভি যিয়াদা তাসীর
নাজদী ওহাবী কি হার্ গারদান কাহতি হ্যায় আমান।

দুনিয়া কে হার কুচে শাহার মেঁ হ্যায় উনকি শোহরাত
আপনে হো ইয়া হো বেগানে সাবকো হ্যায় উনকি উলফাত
জানো মাল উনকি খাতির কারতা হ্যায় কুরবান।

আউজে ক্বামার সে ভি হ্যায় বালা শাহরে বারেলী কি রিফআত
মাহবুবে হাক্ব কে হ্যাঁয় মাহবুব মেরে আ'লা হাযরাত
ইসলিয়ে তো ইতনা বা'ল হ্যায় উনকা এইওয়ান।

ইলমও ফান কে থে ওহ মাখ যান হাক্বও বাতিল কে ফারুক্ব
দাওয়া আযীয কারতা হ্যায় এ নার সে ভি হ্যাঁয় ওহ মাতুক্ব
বাখশিশ কা সামান দেখো হ্যায় কানযুল ঈমান।

www.YaNabi.in

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ্ মৌলানা মোঃ আহমাদ রেযা খান বারেলবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এমন এক ব্যক্তিত্ব, যাঁর ব্যক্তিগত পরিচিতি প্রদানের অপেক্ষা রাখেনা। তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা ও পূর্ণতার ভিত্তিতে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অনন্য প্রসিদ্ধির অধিকারী। বিশেষতঃ সুন্নী জগতে তাঁর নাম জানেনা এমন কেউ আছে বলে মনে হয় না। ক্ষুরধা লেখনী দ্বারা তিনি বৈষয়িক জ্ঞান ও মা'রেফাতের এমন এক সাগর প্রবাহিত করেছেন, যার জনপ্রিয়তার স্রোত আজও পুরোদমে প্রবাহিত হচ্ছে। আর সুন্নী জগত সে স্রোত দ্বারা স্বীয় তৃষ্ণা নিবারণ করে তৃপ্তি লাভ করছে। তাঁর মর্যাদা ও পূর্ণতা শুধু তাঁর ভক্ত বৃন্দের নিকট স্বীকৃত নয়, বরং তাঁর প্রতি যারা বৈরীভাব পোষণ করে তারাও তাঁর পান্ডিত্য স্বীকার করতে বাধ্য। একদিকে যেমন অনারবীয় উল্লেখযোগ্য আলেম সমাজ এবং বুদ্ধিজীবিদের ভাষায় তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃত। তারই পরিচিতির ব্যাপারে আল্লাহ পাকের এরশাদ বিশেষভাবে প্রযোজ্য - ذَالِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ

বংশ পরিচয়

www.YaNabi.in

হযরত মৌলানা শাহ সাঈদুল্লাহ খাঁন সাহেব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ছিলেন কান্দাহারের এক যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ও বুযুর্গ ব্যক্তি। তিনি তখনকার একজন সম্ভ্রান্ত পাঠান গোত্রের বংশধর। মুঘল আমলে তিনি সুলতান মোহাম্মদ শাহ এবং নাসির শাহের সঙ্গে লাহোর আগমন করেন। সেখানে তিনি পরপর কয়েকটি সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। লাহোরের 'শিষমহল' তারই জায়গীর ছিলো। অত:পর তিনি দিল্লী গমন করেন। এখানেও তিনি সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত রয়ে 'শুজা'আত জঙ্গ' (রন-বীরত্ব) উপাধি লাভ করেন। আ'লা হযরত (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সেই স্বনাম ধন্য পুরুষের নই বংশধর ছিলেন। তাঁর পূর্ব-পুরুষদের প্রত্যেকেই তাদের যুগে জ্ঞান ও আমলের মুর্ত প্রতীক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই এমন সব দেশে বরেণ্য আলেম ও ওলী ছিলেন যাঁদের পথ প্রদর্শনের আলোক তদানীন্তন ও পরবর্তী প্রতিটি যুগের মুসলিম সমাজকে বিশেষভাবে উপকৃত করে আসছে।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

আ'লা হযরত -এর বংশীয় শাজরা

মৌলানা শাহ সা'ঈদুল্লাহ খান

মৌলানা শাহ মুহাম্মাদ সা'আদাত এয়ার খান

মৌলানা শাহ মুহাম্মাদ আ'যম খান

মৌলানা শাহ হাফেয কাযেম আলী খান

মৌলানা শাহ রেযা আলী খান

ফক্বীহে যামান হাক্বীম শাহ নাক্বী আলী খান

আ'লা হযরত মৌলানা শাহ ইমাম আহমাদ রেজা খান

হুজ্জাতুল ইসলাম মৌলানা শাহ মুহাম্মাদ হামীদ রেযা খান

পুত্র সন্তান (২)

১। মোফাস্সিরে আ'যাম মৌলানা শাহ মোহাম্মাদ ইব্রাহীম রেযা খান

২। হযরত হাম্মাদ রেযা খান

কন্যা সন্তান (৪)

১। উম্মে কুলসুম

২। কানিয সুগরা

৩। রাবেয়া বেগম

৪। সালমা বেগম

মুফতীয়ে আ'যাম মৌলানা শাহ মুস্তাফা রেযা খান

পুত্র সন্তান (১)

১। আনওয়ার রেযা
(শৈশবে ইন্তেকাল হয়)

কন্যা সন্তান (৬)

১। নেগারে ফাতেমা

২। আনওয়ারে ফাতেমা

৩। বরকাতী বেগম

৪। রাবেয়া বেগম

৫। হাজেরা বেগম

৬। শাকেরা বেগম

ইব্রাহীম রেযা খান (পিতা - হামিদ রেযা)

পুত্র সন্তান (৫)

১। হযরত রাইহান রেযা

২। হযরত তানবীর রেযা

৩। হযরত আখতার রেযা (আযহারী মিঞা)

৪। হযরত ক্বামার রেযা

৫। হযরত মান্নান রেযা

কন্যা সন্তান (৩)

১। সারফারায বেগম

২। সারতাজ বেগম

৩। দিলশাদ বেগম

শাকেরা বেগম (পিতা - মুস্তাফা রেযা খান)

পুত্র সন্তান (১)

১। হযরত জামাল রেযা খান

হযরত হাম্মাদ রেযা (পিতা - হামিদ রেযা)

পুত্র সন্তান (১)

১। হামিদ রেযা

কন্যা সন্তান (২)

১। মোসার্রাত বিবি

২। নুসরাত বিবি

www.YaNabi.in

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

জন্ম

আ'লা হযরত তাঁর পূর্ব পুরুষদের আবাসভূমি ভারতের বারেলী শহরে (ইউ.পি) ১০ ই শাওয়াল, ১২৭২ হিজরী মোতাবেক ১৪ ই জুন ১৮৫৬ ইংরেজী রোজ শনিবার যোহরের সময় জন্ম গ্রহণ করেন। তিঁনি নিজেই প্রসিদ্ধ 'আবজাদ' হিসাবানুযায়ী ক্বোরআন মজীদের নিলিখিত আয়াত তাঁর জন্ম সাল জ্ঞপক বলে বর্ণনা করেছেন। 'اُولٰئِکَ کَتَبَ فِیْ قُلُوْبِهِمُ الْاِیْمَانَ وَاَیَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْه'

অর্থ ঃ- 'তাঁরা হচ্ছেন সে সব ব্যক্তি, যাদের অন্তরে আল্লাহ তা-আলা ঈমানের নকশা অঙ্কন করেছেন এবং নিজ পক্ষ থেকে 'রুহ' দ্বারা তাঁদেরকে সাহায্য করেছেন।' বাস্তব ক্ষেত্রেও আয়াতের মর্মার্থ আ'লা হযরতের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে।

'আবজাদ' (হিসাবে নকশা)

اَبْجَدْ سَعْفَصْ	قَرَشَتْ هَوَّزْ	حُطِّیَ ثَخَّذْ	کَلِمَنْ ضَظَّغْ
ث ৫০০	س ৬০	ح ৮	ا ১
خ ৬০০	ع ৭০	ط ৯	ب ২
ذ ৭০০	ف ৮০	ی ১০	ج ৩
ض ৮০০	ص ৯০	ک ২০	د ৪
ظ ৯০০	ق ১০০	ل ৩০	ہ ৫
غ ১০০০	ر ২০০	م ৪০	و ৬
	ش ৩০০	ن ৫০	ز ৭
	ت ৪০০		

'আবজাদ' হিসাবানুযায়ী ক্বোরআন মাজিদের আয়াত থেকে আ'লা হযরতের জন্ম সাল - 'اُولٰئِکَ کَتَبَ فِیْ قُلُوْبِهِمُ الْاِیْمَانَ وَاَیَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْه'

ا - ১				
و - ৬	ک - ২০	ف - ৮০	ق - ১০০	ل - ৩০
ل - ৩০	ت - ৪০০	ی - ১০	ل - ৩০	ا - ১
ء - ১	ب - ২		و - ৬	ی - ১০
ک - ২০			ب - ২	م - ৪০
			ہ - ৫	ا - ১
			م - ৪০	ن - ৫০
৫৮	৪২২	৯০	১৮৩	১৩২

و - ৬	ب - ২	م - ৪০
ا - ১		
ی - ১০		
ی - ১০	ر - ২০০	ن - ৫০
د - ৪	و - ৬	ہ - ৫
ہ - ৫		
م - ৪০	ح - ৮	
৭৬	২১৬	৯৫

www.YaNabi.in

৫৮+৪২২+৯০+১৮৩+১৩২+৭৪+২১৬+৯৫=১২৭২ হিজরী।

নাম ঃ- আ'লা হযরতের পিতামহ তাঁর নাম রাখলেন 'মুহাম্মাদ আহমাদ রেযা খান।' তাঁর বুযর্গ পিতা তাঁকে আহমাদ মিঞা বলে ডাকতেন। আর মহীয়সী মাতা পরম স্নেহের সাথে 'আমান মিঞা' বলে সম্বোধন করতেন।

জন্মের পূর্বে ঃ- আ'লা হযরতের জন্মের পূর্বে তাঁর পিতা এক চিত্তাকর্ষক স্বপ্ন দেখলেন। ভোরে তাঁর পিতা হযরত মৌলানা শাহ্ রেযা আলী খান সাহেবের নিকট স্বপ্ন বর্ণনা করেন, তিঁনি এর ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন তোমার ঘরে এক সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে, যে স্বীয় গুণাবলী যোগ্যতা ও পূর্ণতা দ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সুপরিচিত হবে এবং মা'রেফাতের সমুদ্র প্রবাহিত করে জ্ঞান পিপাসুদের তৃষ্ণা নিবারণ করবে।

কতিপয় ভবিষ্যদ্বানী ঃ- ১। আ'লা হযরতের জন্মের পর তাঁর আক্বীকার তারিখে হযরত মৌলানা নক্বী আলী খানকে স্বপ্নে সুসংবাদ দেয়া হয় যে, তাঁর সন্তান একজন প্রখ্যাত জ্ঞানী, গুণী এবং 'আরীফবিল্লাহ' হবে।

২। আ'লা হযরতের জন্মের পর কুতুবে জামান হযরত মৌলানা শাহ রেযা আলী খান সাহেব (রহমাতুল্লাহী আলাইহি) তাঁকে কোলে নিয়ে ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন 'এ সন্তান একজন দেশবরেন্য ও অপ্রতিদ্বন্দী আলেম হবে।'

৩। আ'লা হযরতের শৈশবের একটি ঘটনা। একদিন দরজায় এক অজ্ঞাত ব্যক্তির আহ্বান শুনে আ'লা হযরত বাইরে আসলেন। দেখলেন এক বুযুর্গ ব্যক্তি তিনি তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, 'আসুন' আ'লা হযরত নিকটস্থ হলে লোকটি তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে ভবিষ্যদ্বানী করলেন 'তুমি একজন প্রখ্যাত আলেম হবে।'

৪। আ'লা হজরত শৈশবে একদিন ঘরের বাইরে গিয়ে দেখলেন, এক আরবী পোষাক পরিহিত বুযুর্গ ব্যক্তি তাঁর সম্মুখে উপস্থিত। লোকটি আ'লা হযরতের

সাথে আরবী ভাষায় কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। আ'লা হযরতও তখন অলৌকিকভাবে তাঁর সাথে নির্ভুল আরবী ভাষায় আলাপ আরম্ভ করলেন। তা দেখে উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে গেলো।

বিসমিল্লাহ পাঠ ঃ- আ'লা হযরতের কত বছর বয়সে 'বিসমিল্লাহ পাঠ' (প্রারাম্ভিক পাঠ) শুরু হয়, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মাত্র চার বৎসর বয়সেই তিনি 'কোরআন মাজিদ' পাঠ শেষ করেছিলেন।

শৈশবে বিদ্যার্জনে আগ্রহ ঃ- আ'লা হযরত ছোট বেলা থেকেই বিদ্যার্জনে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। লেখাপড়া কিংবা মাদ্রাসায় যাওয়ার জন্য তাঁকে কোনোদিন তাকিদ দিতে হয়নি,বরং কখনো সপ্তাহিক ছুটির দিনেও মাদ্রাসা যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে যেতেন। মাদ্রাসা থেকে বাড়ী ফিরে সর্বদা লেখা পড়ায় কাটাতে তিনি খুব ভালবাসতেন। এক কথায়, তিঁনি ছিলেন অন্যান্য ছাত্রদের জন্য এক সমুজ্জল আদর্শ। কিতাবাদির পর্যালোচনাই ছিলো তাঁর প্রধান ব্রত।

মেধাশক্তি ঃ- আ'লা হযরতের মেধাশক্তি ছিল অসাধারণ। মক্তবে বিসমিল্লাহ পাঠের ঘটনা থেকেই তাঁর এ অসাধারণ মেধা শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। আ'লা হযরতকে মক্তবে শিক্ষক মহাশয় আরবী বর্ণমালার পাঠ দান করছিলেন। তিনি শিক্ষক মহাশয়ের মুখে মুখে 'আলিফ' 'বা' 'তা' 'সা' পড়তেছিলেন, কিন্তু যুক্তাক্ষর 'লাম-আলিফ' (لا) পর্যন্ত এসে থেমে যান। শিক্ষক বলেন 'পড়ছোনা কেন ? আ'লা হযরত উত্তরে বললেন 'হুযুর ! ইতি পূর্বে 'আলিফ' এবং 'লাম' উভয় অক্ষরই পড়লাম। আবার পড়বো কেন ?' পিতামহ তাঁকে শিক্ষক মহাশয়ের অনুগত্য করতে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পেয়ে আ'লা হযরত বিচলিত হলেন। পিতামহেরও বুঝতে দেরী হয়নি যে, তাঁর মনে যুক্তাক্ষরের রহস্য জানতে ভারী কৌতুহল জেগেছে। মাত্র তিন/চার বছর বয়সের সন্তানের মুখে এ অস্বাভাবিক ধরণের প্রশ্ন। যুগশ্রেষ্ঠ আল্লামা সেদিনেই ধারণা করতে পেরেছিলেন যে, এ শিশুটি একদিন দেশবরেণ্য আলেম হবে। শিক্ষক মহাশয় বললেন, 'প্রিয় বৎস! তোমার প্রশ্ন যথার্থ। তুমি প্রথমে যে 'আলিফ' পড়েছিলে প্রকৃত পক্ষে তা ছিলো 'হামযা' আর এটাই হল প্রকৃত 'আলিফ'। 'আলিফ' যেহেতু সর্বদা 'সাকিন' থাকে এবং তা দ্বারা কোন পদ বা শব্দ আরম্ভ করা যায় না, সেহেতু এখানে 'লাম' -এর সাথে আলিফকে সংযুক্ত করে এবং উচ্চারন

দেখানো হয়েছে। তখন আ'লা হযরত আবার প্রশ্ন করলেন, 'আলিফ' কে উচ্চারণ করার জন্য যদি অন্য অক্ষরের সাহায্য নিতে হয়, তবে এ (ل) 'লাম' অক্ষরটির বৈশিষ্ট্যই বা কি ? এ প্রশ্নটি শুনে আল্লামা-ই-যামান শিক্ষক মহাশয় তাঁকে স্নেহে ভরে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁর উন্নতি কামনা করে বললেন 'বৎস' লাম এবং আলিফের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য তো রয়েছে। তদুপরি, উচ্চারণগত সম্পর্ক হলো (لا) 'লাম' শব্দের মধ্যবর্তী অক্ষর হলো 'আলিফ' আর 'আলিফ'
(الف) উচ্চারণে মধ্যবর্তী অক্ষর পড়ে 'লাম'। সুতরাং তা যেন এমনি এক নিবিড় সম্পর্ক, যা কবির ভাষায় প্রকাশ পায় -

من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی

تا کس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری

অর্থাৎ ঃ- 'আমি হলাম তুমি, তুমি হলে আমি। আমি শরীর হলে তুমি হবে প্রাণ, যাতে কেউ এ কথা বলতে না পারে যে, আমরা পরস্পর ভিন্ন।' মোটকথা, তুলে ধরে এর নিগূঢ় তত্ব উপলব্ধি কিংবা অনুসন্ধানের পথ সুগম করে দিলেন। এতে তাঁর (আ'লা হযরতের) মধ্যে সুদূর প্রসারী প্রাথমিক অনুভুতিশক্তির সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে এর পূর্ণ বিকাশের সুফল দুনিয়াবাসী স্বচক্ষেই ইমামে আযম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) -এর পদাংকানুসারী ছিলেন, অন্যদিকে তরীকৃতেও তেমনি হযরত গাওসে আযম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) -এর সুযোগ্য নায়েব ছিলেন।

পাঠ্যজ্ঞানে পূর্ণতা অর্জন ঃ- আ'লা হযরত তত্তকালীন মৌলানা গোলাম বেগ সাহেবের নিকট আরবী ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা (আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা) লাভ করেন। তাঁর পিতা হযরত মৌলানা শাহ নাক্বী আলি খান সাহেবের নিকট আরবী ভাষা ও সাহিত্যের যাবতীয় বিষয়ে এবং হাদীস, তাফসীর, ফেক্বাহ, উসূল, যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষা লাভ করেন। ১২৮৬ হিজরী সনে মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে তিনি পাঠ্য শিক্ষায় 'শেষবর্ষ সনদ' (সার্টিফিকেট) অর্জন করেন। ওইদিনই নিজ পিতা হযরত নাক্বী আলী খান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) -এর সহযোগিতায় প্রথম ফতওয়া প্রদান করেন। সর্বপ্রথম তিনি যে ফতওয়া প্রদান করেন তা হল - 'যদি নাক দিয়ে কোনও বাচ্চার পেটে কোনও মহিলার দুগ্ধ প্রবেশ করে তাহলে ঐ মহিলা উক্ত বাচ্চার দুধ মা হবে কি না ? আ'লা হযরত উত্তর প্রদান করেন, যে কোনও স্ত্রী লোকের দুগ্ধ মুখে কিংবা নাক

বাচ্চার পেটে প্রবেশ করলে সে স্ত্রীলোক দুধ মা প্রমাণিত হবে এবং হুরমাতে রেজায়াতের হুকুম লাঘব হবে। অর্থাৎ ঐ স্ত্রীলোককে বিবাহ করা তার জন্য হারাম হবে।

পিতা হযরত মৌলানা নাক্বী আলী খান সাহেব ফতওয়া প্রনয়নে পুত্র আ'লা হযরতের দক্ষতা দেখে সে দিনই 'ইফতা' বা 'ফতওয়া প্রদান' -এর দায়িত্বভার তার উপর অর্পন করলেন।

স্মরণশক্তি ঃ- আ'লা হযরতের স্মরণশক্তি ছিল বিস্ময়কর। কোন পাঠ একবার শুনে দু'একবার পড়েই হুবহু মুখস্থ শুনাতে তাঁর স্মরণ শক্তির ধারণা পাওয়া যায়।

১। একদা আ'লা হযরত 'পীলিভেত' নামক স্থানে হুযুর মৌলানা ওয়াসী আহমাদ মুহাদ্দিসে সুরতী সাহেবের নিকট মেহমান হন। আলাপরত অবস্থায় কোন এক প্রসঙ্গক্রমে 'উক্বুদুদ্ দুরারিয়াহ' নামক কেতাবের উল্লেখ করা হয়। আ'লা হযরতের নিজস্ব বিরাট অংকের বই পুস্তক ও কিতাবাদি সম্বলিত লাইব্রেরীতে উক্ত কেতাবখানা ছিলনা বলে তা তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়নি। তাই তিনি মুহাদ্দিস সূরতী সাহেবের নিকট থেকে উক্ত দু'খন্ড সম্বলিত বিরাটাকার কেতাবখানা ধার নিলেন, কিন্তু আ'লা হযরত এক শাগরিদের অনুরোধে সেদিন বাড়ী ফিরলেন না। পরদিন ফেরার পথে মুহাদ্দিস সূরতী সাহেবকে কেতাবখানা ফেরৎ দিলে সূরতী সাহেব এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আ'লা হযরত বললেন, 'গতকাল বাড়ী না ফেরার সুযোগে গতকাল কেতাব খানা আদ্যেপান্ত একবার দেখে নিয়েছি। বাকী জীবনের জন্য উক্ত কেতাবের বিষয়বস্তু স্মৃতিপটে আবদ্ধ হয়েছে। আল্লাহর মেহেরবানীতে আগামী দুই-তিন মাস কেতাবখানার এবারৎ বা বচনগুলোও হুবুহু আমার স্মরণে থাকবে।'

২। আ'লা হযরত ক্বোরআন মজীদের হাফেয ছিলেন না, কিন্তু একদা তাঁর কোন এক ভক্তকে তাঁর নামের প্রথম ভাগে অসাবধানতা বশতঃ 'হাফেয' শব্দটি সংযোজন করতে দেখেন। অতঃপর তিনি বললেন 'আমি হাফেয নই। তবে যদি কোন হাফেয আমাকে পবিত্র কোরআনের এক রুকু করে পড়ে শুনান তবে তা আমার নিকট পুনরায় মুখস্থ শুনতে পারতেন।' সুতরাং কর্মসূচী ঠিক হলো প্রতিদিন এশার নামাযের পূর্বে পবিত্র কোরআনের পারস্পারিক শুনানী আরম্ভ হলো। কি আশ্চর্য ! মাত্র ত্রিশ দিনে আ'লা হযরত ত্রিশ পারা

মুখস্থ শুনান। অতঃপর এরশাদ করলেন, 'বিহামদিল্লাহি (আল্লাহর প্রশংসাক্রমে), আমি এখন নিয়মিত গোটা কোরআন মাজিদ মুখস্থ করে 'হাফেয' হয়েছি।' এতে তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল যেন আল্লাহর বান্দার কথা মিথ্যা না হয়। (সুবহানাল্লাহ!)

তাছাড়া, যে কোন কেতাবের যে কোন উদ্ধৃতি পৃষ্ঠা সহকারেই মুখস্থ বলতে পারতেন।

****

আ'লা হযরত ছিলেন জ্ঞানের ভান্ডার

তিনি পাঠ্য বিষয়গুলো ব্যতিরেকেও বহু বিষয়ে গভীর জ্ঞান দক্ষতা অর্জন করেন। কোন কোন বিষয়ে তো তিনি নিজেই তাঁর নির্ভুল প্রাকৃতিগত যোগ্যতা দ্বারা পথ নির্দেশ করেছেন। এমন সব বিষয়ের সংখ্যা পঞ্চান্নে উপনীত হয় এবং নতুন গবেষনার ভিত্তিতে ১১৬ টি বিষয়ের কথা উল্লেখিত হয়েছে। সেগুলোর আনুমানিক তালিকা নিম্নে দেওয়া হল।

১। ইলমে কোরান (Quranic Science)
২। ইলমে তফসীর (Explanation of Quran)
৩। ইলমে ক্বেরাত (Recitation of the Holy Quran)
৪। ইলমে তাজবীদ (Phonography Spelling)
৫। ইলমে ওসুলে তফসীর (Principle of Explanation)
৬। ইলমে রসমিল খাততিল কোরান (Calligraphy of Quranicletiors)
৭। ইলমে হাদিস (Tradition of the Holy Prophet)
৮। ইলমে ওসুলে হাদিস (Principle of Allah's Messenger tradition)
৯। ইলমে আসনিদুল হাদিস (Documentry Proof of Tradition Citation of Authoritres)
১০। ইলমে আসমাউর রেজাল (Cyclepedia of Narrator Tradition Branch of Knowledge)
১১। ইলমে জারহ ও তাদিল (Critical Examination)
১২। ইলমে তাখরিজুল আহাদিস (Reference of Tradition)
১৩। ইলমে ফিকাহ (Law & Jurisprudence)

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

১৪। ইলমে লোগাতুল হাদিস (Colloquial Language of Traditionss)
১৫। ইলমে ওসুলে ফিকাহ (Islamic Jurisprudence)
১৬। ইলমে রাসমুল মুফতী (Legal Opinion Judicial Verdict)
১৭। ইলমে ফারায়েজ (Law of Inheritance and Distribution)
১৮। ইলমে কালাম (Scholastic Philosophy)
১৯। ইলমে আক্বায়েদ (Article of Faith)
২০। ইলমে মা আনি (Rhetoric)
২১। ইলমে বায়ান (Metaphor)
২২। ইলমে বালাগাত (Figure of Speach)
২৩। ইলমে মাবাহিস (Dialectics)
২৪। ইলমে মোনাযারা (Polemic)
২৫। ইলমে ওর্জ (Science of Prosody)
২৬। ইলমে বার ও বাহার (Ilm-ul-Barr-war-Bahar)
২৭। ইলমে হেসাব (Mathematice)
২৮। ইলমে রেয়াদি (Arithmetics)
২৯। ইলমে যায়জাত (Astronomical tables)
৩০। ইলমে তাকসির (Fractional Numeral Maths)
৩১। ইলমে হান্দাসা (Geometry)
৩২। ইলমে জাবর ওয়া মোকাবিলা (Algebra)
৩৩। ইলমে সাতহ ও কোরাবী (Trigonometry)
৩৪। ইলমে তাবাকী (Greek-Arithmetics)
৩৫। ইলমে তাকবিম (Almanac)
৩৬। ইলমে লোগারিথম (Logarithm)
৩৭। ইলমে জাফর (Numerotogy)
৩৮। ইলমে রসল (Geomancy)
৩৯। ইলমে তওকীত (Reckoningtim)
৪০। ইলমে আওকাফ (Knowledge of walkbs)
৪১। ইলমে নুজম (Astrology)
৪২। ইলমে ফালকিয়াত (Study in form of Heavens)
৪৩। ইলমে আরদিয়াত (Geology)

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

৪৪। ইলমে সাহালিল আরদ (Geo-desy Survey)
৪৫। ইলমে জিগ্রফিয়া (Geography)
৪৬। ইলমে তবিয়ত (Physics)
৪৭। ইলমে মা' বাদা তবিয়ত (Metaphysics)
৪৮। ইলমে কিমিয়া (Chemistry)
৪৯। ইলমে মাদনিয়াত (Mineralogy)
৫০। ইলমে তীব ও হিকমত (Medical Science)
৫১। ইলমে আদবিয়াত (Pharmacology)
৫২। ইলমে নাবাতাত (Botany)
৫৩। ইলমে সামারিয়াত (Statistics)
৫৪। ইলমে ইকতেসাদ (Political Economy)
৫৫। ইলমে মা'আশিয়াত (Economy)
৫৬। ইলমে তিজারত (Trade Commerce)
৫৭। ইলমে বানকারী (Banking)
৫৮। ইলমে সওতিয়াত (Phonoetic)
৫৯। ইলমে জেরাআত (Agriculture Study)
৬০। ইলমে মালিয়াত (Finance)
৬১। ইলমে মাহলিয়াত (Ecology)
৬২। ইলমে সিয়াসিয়াত (Politics-Strategy)
৬৩। ইলমে মওসুমীয়াত (Meterorology)
৬৪। ইলমে আওজান (Weighing)
৬৫। ইলমে শোহরিয়াত (Civics)
৬৬। ইলমে আমালিয়াত (Procticalism)
৬৭। ইলমে সিরাত নেগারী (Biography of Holy Prophet)
৬৮। ইলমে নসর নেগারী (Composition)
৬৯। ইলমে হাশিয়া নেগারী (Citation)
৭০। ইলমে তালিকাত (Scholia)
৭১। ইলমে তাশরিয়াত (Detailed Comments)
৭২। ইলমে তাহকিকাত (Research Study)
৭৩। ইলমে তানকিহাত (Critiae Philosophy)

www.YaNabi.in

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

৭৪। ইলমে রেগাত (Rejection)
৭৫। ইলমে শায়েরী (Poetry)
৭৬। ইলমে ফালসাফা (Philosophy)
৭৭। ইলমে মানত্বিক (Logic)
৭৮। ইলমে তারিখগোয়ী (Compose Achrohogram)
৭৯। ইলমে আয়াম (History of the day)
৮০। ইলমে তাবির রাবিয়া (Interpretation of Dream)
৮১। ইলমে রসমুল খাত (Letter Writting)
৮২। ইলমে ইস্ড়্খারাত (Figuration)
৮৩। ইলমে কেতাবাত (Oratory)
৮৪। ইলমে মাকতুবাত (Writting Skill)
৮৫। ইলমে মালফুযাত (Articulates)
৮৬। ইলমে নাসাই (Homily)
৮৭। ইলমে আওরাদ ও ওযারেফ (Prayer and Supplication)
৮৮। ইলমে নুকুশ ও তাবিযাত (Design & Tawiz)
৮৯। ইলমে আদিয়ান (Comparative Religions)
৯০। ইলমে রদ্দে মিসকী (Refutation of the Music)
৯১। ইলমে ওমরানিয়াত (Sociology)
৯২। ইলমে মানক্বিক (Managib)
৯৩। ইলমে হায়াতিয়াত (Biology)
৯৪। ইলমে ফাযায়েল (Preference Study)
৯৫। ইলমে আনসাব (Genealogy)
৯৬। ইলমে জায়েযা (Horoscopes)
৯৭। ইলমে সুলুফ (Communication)
৯৮। ইলমে তাসাউফ (Mystagology)
৯৯। ইলমে মাকাশিফাত (Spiritual Study)
১০০। ইলমে আখলাক (Ethics)
১০১। ইলমে তারিখ ও সিয়ার (History & Biography)
১০২। ইলমে সাহাফা (Journalism)
১০৩। ইলমে হাউওয়ালিয়াত (Zoology)

১০৪। ইলমে ফেএলিয়াত (Physiology)
১০৫। ইলমে তাখলিকে কায়নাত (Cosmology)
১০৬। ইলমে নাফসানিয়াত (Psychology)
১০৭। ইলমে বাজিই (Science Pealing with Rhetorical)
১০৮। ইলমে লেসানিয়াত (Linguistics)
১০৯। ইলমে নুজম আরবী, ফার্সী ও হিন্দী (**Arabic, Parsi & Hindi Composition**)
১১০। ইলমে হাইয়া ক্বাদিম ও জাদিদ (Old & Modern Astronomy)
১১১। ইলমে আরদে ত্ববীয়াত (Geophysics)
১১২। ইলমে খলিয়াত (Cytology)
১১৩। ইলমে কানুন (Law)
১১৪। ইলমে আহকাম (References of Ordinances)
১১৫। ইলমে কেফায়া (Physignomy)
১১৬। ইলমে সালমতি হায়তিয়াত (Molecular Biology)

www.YaNabi.in

সত্যি বলতে কি! ইসলামী জগতে তাঁর দৃষ্টান্ত অতি বিরল। তিনি শুধু উপরোক্ত বিষয় গুলোতে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তা নয়, বরং প্রত্যেকটি বিষয়ে কোন না কোন স্মৃতি (লেখনি)ও রেখে গেছেন। যেসব বিষয়ের কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর কোন কোন বিষয়ে তিনি নিজেই বাদ দিয়েছিলেন এবং কোন কোন বিষয় গ্রহণ করেছিলেন এ প্রসঙ্গে তিনি আলোকপাত করে বলেন,''আমি ঐ দিন থেকে প্রাচীন দর্শন পরিহার করেছি, যে দিন আমি একথা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, তাতে চোখ বাধাঁনো বনোয়াট ছাড়া আর কিছুই নেই। আর এ অন্ধকার ও মরিচা এমনভাবে মানুষকে গ্রাস করে যে, তার ধর্মকেও গিলে ফেলে এবং সে অন্ধকারের দরুন পরকালের ভীতি পর্যন্ত হ্রাস পেয়ে যায়। এজন্য আমি আমার কর্তব্যাদি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্ড্র করে দেখেছি। আর ইলমে হাইয়াত, জ্যামিতি, নজুম, লগারিথম এবং রিয়াযী বিষয়সমূহে গভীর আগ্রহ উদ্দেশ্য ছিলনা যে, এতে আমার যথেষ্ট অনুশীলন হবে, বরং এর উদ্দেশ্য ছিল মানসিক তৃপ্তি। এ ছাড়া, তা দ্বারা সময় নির্ধারণ এবং বর্ষপঞ্জী তৈরীর বেলায় সাহায্য পাওয়া যায়, যাতে মুসলমানগণ নামায, রোযা ইত্যাদির সময় যাচাই করার ক্ষেত্রে উপকৃত হয়। আমার মনে তিনটি কাজে যথেষ্ট আগ্রহ জন্মে - ১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

সাল্লাম এর মর্যাদা রক্ষা করা, কেননা প্রত্যেক ধিকৃত ওহাবী হুযুর আলাইহিস সালামের শানে মান হানীকর মন্তব্য সংযোজন করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে আরম্ভ করেছে। আমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, আমার প্রতিপালক আমার এ খিদমতকে কবুল করবেন এবং আল্লাহর রহমত সম্পর্কেও আমার বিশ্বাস রয়েছে। কারণ, তিনি এরশাদ করেছেন, 'আমি স্বীয় বান্দার সাথে তার ভালো ধারণা মোতাবেকই আচরণ করে থাকি। ২) তাছাড়া বেদাতী সম্প্রদায়গুলোর মূলোৎপাটন করা, যারা ধর্মের দাবীদার, অথচ নিসক ফ্যাসাদকারী এবং ৩) যথাসাধ্য হানাফী মাযহাব মোতাবেক আরো সুস্পষ্ট ফতওয়া লিখন।"

বায়'আত ও খেলাফত

আ'লা হযরত রহমাতুল্লাহি আলাইহি ১২৯৪ হিজরী মোতাবেক ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে সম্মানিত পিতা হযরত শাহ নাক্বী আলী খান সাহেবের সাথে হযরত শাহ আলে রাসুল (ওফাত ১২৯৬ হিজরী) রহমাতুল্লাহী আলাইহি -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর হাতে বায়'আত (মুরীদ) গ্রহণ করে সিলসিলায়ে কাদেরিয়ায় দাখিল হন। অল্প দিনের মধ্যে তিনি আপন মুর্শিদের খেলাফত এবং বায়'আত গ্রহণ করার 'ইজাযত' বা অনুমতি লাভ করেন। তাছাড়া, তিনি তরীকৃত তথা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এতই দ্রুত উন্নতি করেছিলেন যে, তাঁকে বিভিন্ন তরীকৃতের শায়েখগণ 'খেলাফত' এবং 'ইজাযত' প্রদান করেছিলেন। নিম্নেঐসব মহান তরীকৃতের তালিকা দেয়া হল।

১। ক্বাদেরিয়া বরকাতিয়া জাদিদাহ। ২। ক্বাদেরিয়াহ আবাইয়্যাহ ক্বাদীমাহ। ৩। ক্বাদেরীয়া উহদলিয়া। ৪। ক্বাদেরিয়া রাযযাক্বিয়াহ। ৫। ক্বাদেরিয়া মুনাওয়ারিয়াহ। ৬। চিস্তীয়া নিযামিয়াহ ক্বাদিমাহ। ৭।চিস্তীয়া মাহবূবীয়াহ জাদীদাহ। ৮। সোহরওয়ার্দিয়াহ ওয়াহেদিয়াহ। ৯। সোহরওয়ার্দিয়াহ ফযলিয়াহ। ১০। নক্বশবান্দীয়াহ আ'লাইয়্যাহ সিদ্দিক্বীয়াহ। ১১। নক্বশবান্দীয়াহ আ'লাইয়্যাহ আলবিয়াহ। ১২। বদী' ইয়্যাহ এবং ১৩। আলভিয়াহ মানামিয়াহ ইত্যাদি।

উপরোক্ত সিলসিলাগুলোর খেলাফত ও ইজাযত ছাড়াও আ'লা হযরত চার 'মোসাফাহা' - এর সনদও অর্জন করেছিলেন। সেগুলো হলো - ১। মোসাফাহাতুল হাসানিয়াহ। ২। মোসাফাহাতুল খিযরিয়াহ।

৩। মোসাফাহাতুল মোয়াম্মারিয়াহ এবং ৪। মোসাফাহাতুল মানামিয়্যাহ।

এসব মোসাফাহা ও ইজাযত ব্যতীত আ'লা হযরতের নিম্নলিখিত যিকির, ওযীফা ও আমল এর ইজাযত প্রাপ্তি ও তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো - ১) খাওয়াসসুল ক্বোরআন। ২) আসমায়ে ইলাহিয়্যাহ। ৩) দালাইলুল খাইরাত। ৪) হিসনে হাসীন। ৫) হিযবুল বাহার। ৬) হিযবুল খাইরাত। ৭) হিযবুন নসর। ৮) হিযবুল আমীরীন। ৯) হিবযুল ইয়ামানী। ১০) দো'আয়ে মোগনী। ১১) দো'আয়ে হায়দারী। ১২) দো'আয়ে আযরাঈলী। ১৩) দো'আয়ে সুরিয়ানী। ১৪) ক্বসীদাহ গাওসীয়াহ এবং ১৫) ক্বসীদাহ বুরদাহ।

বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ

১৩২৩ হিজরী মোতাবেক ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আ'লা হযরত আলাইহির রাহমা-র ছোটো ভাই হযরত মাওলানা মোহাম্মাদ রেযা খান এবং তাঁর বড় সাহেবযাদা হযরত হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা হামিদ রেযা খান (রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা) সঙ্গীদের সাথে হজ্জের উদ্দেশে বারেলী শরীফ থেকে রাওয়ানা হন এবং আ'লা হযরত আলাইহির রাহমাহ তাঁদেরকে লখনৌ স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছেদিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। কিন্তু তাঁরও হৃদয়ে হারামাইন শারীফাইনের হজ্জও যেয়ারতের অনুভুতি সমুদ্রের ঢেউ-এর ন্যায় আন্দোলিত হল, আর তিনিও অবিলম্বে হজ্জে যাবার উদ্দেশে বম্বাই রাওয়ানা হয়েগেলেন। সেখানে উপরে উল্লেখিত আত্মীয়দের সাথ পেয়ে যান এবং মক্কা শরীফ পৌঁছান।

এসফরে হেজাযবাসী ওলামায়ে কেরাম তাঁর প্রতি প্রাণঢালা সম্মান প্রদর্শন করেন। এর বিস্তারিত বিবরণ 'হুসসামুল হারামাইন' (১৩২৪ হিজরী / ১৯০৬ খৃস্টাব্দ), 'আদদৌলাতুল মাক্কিয়াহ' (১৩২৩ হিজরী/১৯০৬ খৃস্টাব্দ), 'কিফলুল ফাক্বীহ' (১৩২৪ হিজরী/১৯০৬ খৃস্টাব্দ) ইত্যাদি কেতাব পর্যালোচনা করলে এসম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জন করা যায়। মক্কা মুকাররামায় তাঁকে দেয়া সম্বর্ধনার চোখ দেখা দৃশ্য শেখ ইসমাঈল (রাহমাতুল্লহি আলাইহি) নিজেই বর্ণনা করেছেন 'দলে দলে মক্কাবাসী ওলামায়ে কেরাম তাঁর নিকট একত্রিত হয়ে যান। তাঁদের অনেকেই তাঁর নিকট 'ইজাযতের সনদ' (খেলাফত) প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানান। সুতরাং তাঁদের কয়েকজনকে ইজাযত

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

দান করে ধণ্য করেন। হযরত আল্লামাহ মাওলানা হামিদ রেযা খান (রহমাতুল্লাহি আল্লাইহি) ঐ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিঁনি তাঁর الاجازات المتينة (আল ইজাযাতুল মাতীনাহ) গ্রন্থের ভুমিকায় লিখেছেন, এজাযত অর্জন করার জন্য নিম্নলিখিত বুযুর্গ ওলামায়ে কেরাম আলা হযরতের সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং ইজাযত (খেলাফত) অর্জন করে ধণ্য হন। ১) মাওলানা আব্দুল হাই মক্কী (ওফাত ১৩৩২ হিজরী/১৯১৩ খৃষ্টাব্দে)। ২) শায়েখ হোসাইন জামাল ইবনে আব্দুর রহিম। ৩) মাওলানা শায়েখ সালেহ কামাল (১৩২৫/১৯০৭)। ৪) মাওলানা সায়্যেদ ইসমাঈল খলীল ও তাঁর ভাই মাওলানা সায়্যেদ মুস্তাফা খলীল। ৫) শায়েখ আহমাদ খাদবাবী। ৬) শায়েখ আব্দুল ক্বাদির করবীহ ও তাঁর শাহযাদা। ৭) শায়েখ ফরীদ এবং সায়্যেদ মোহাম্মাদ ওমর। তাছাড়া, অন্যান্য ওলামা ও বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গ ও তাঁর নিকট আসতে আরম্ভ করেন। অনেককে মক্কা শরীফেই ইজাযত প্রদান করেন আর অনেককে বারেলী শরীফ ফিরে এসে এখান থেকে ইজাযতের সনদ (সার্টিফিকেট) প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

অত:পর আ'লা হযরত (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) নবী করীম (সাল্লাল্লাহ আলাইহি অ- সাল্লাম) এর স্মৃতি বিজড়িত মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ আনেন। এখানেও তাঁকে যে বিপুল সম্বর্ধনা ও সম্মান প্রদর্শন করা হয় সে সম্পর্কে মাওলানা আব্দুল করীম মুহাজিরে মাক্কী (রহমাতুল্লাহি আল্লাইহি) -এর চোখ দেখা বর্ণনা লক্ষ্য করুন। তিনি বর্ণনা করেন, 'আমি কয়েক বছর ধরে মাদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করে আসছি। হিন্দুস্থান (ভারত) থেকে তখন হাজার জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁদের মধ্যে আলেম, বুযুর্গ পরহেযগার ছিলেন প্রায় সবাই। আমি যা লক্ষ্য করেছি - তাঁরা শহরের (মদীনা শরীফ) গলিতে গলিতে ইচ্ছা মাফিক ঘুরে বেড়াতেন। কেউ তাদের দিকে ফিরেও তাকাতোনা, কিন্তু ফাযিলে বারেলী আ'লা হযরতের শান ও মর্যাদার অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী ও আশ্চর্যজনক। তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে এখানকার বুযুর্গ ওলামায়ে কেরাম দলে দলে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসতে আরম্ভ করেন। আর তাঁর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন।

(ذَالِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَآءُ)

অর্থাৎ ঃ- 'এটা হল আল্লাহর খাস অনুগ্রহ, তিনি যাঁকে চান দান করেন।' উল্লেখ্য যে মদীনা পাকে সেখানকার অনেকে তাঁর নিকট থেকে 'ইজাযত' বা 'খেলাফত' লাভ করেন। অনেককে মৌখিক অনুমতি দান করেন, অনেককে বারেলী শরীফ ফেরার পর সনদ (সার্টিফিকেট) প্রেরণ করেন। সেখানে যাঁরা অনুমতি (ইজাযত) লাভ করেন তাঁদের মধ্যে শায়েখ ওমর ইবনে হামদান আলমাহরাসী, সায়্যেদ মামুন আল বারবী ও শাইখুদ দালায়েল শায়েখ মোহাম্মাদ সাঈদ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (রহমাতুল্লহি আলাইহিম)।

এথেকে প্রমাণিত হয় যে, আ'লা হযরত (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) -এর খ্যাতি এ উপমহাদেশে নয়, বরং সমগ্র আরব-আজমে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল।

নিদর্শন ও কীর্তি

www.YaNabi.in

আ'লা হযরতের প্রশংসিত জ্ঞান-স্মৃতির মধ্যে তাঁর ক্ষুরধার লেখনীশক্তি সজ্ঞাত তাঁর বিরাট অংকের গ্রন্থ পুস্তক বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এক অনুমানের ভিত্তিতে প্রায় ১১৬ টি বিষয়ে তাঁর লেখা গ্রন্থ, পুস্তকের সংখ্যা এক হাজারের কাছাকাছি পৌঁছে। মাওলানা রহমান আলী সাহেব তাঁর লিখিত 'তাযকেরায়ে ওলামায়ে হিন্দ' এ (যা ১৩০৫ হিজরী/১৮৮৭ খৃস্টাব্দে লিখতে আরম্ভ করেন তখনও) ফাযেলে বারেলবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) -এর পঞ্চাশখানা কেতাবের নাম উল্লেখ করেছেন। তখন আ'লা হযরতের বয়স ছিল প্রায় ৩১ বছর। তিনি মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে 'ফতোয়া' লিখা আরম্ভ করেন।

এভাবে মাত্র ১৮ বছরের প্রচেষ্টার ফলই ছিলো উক্ত পঞ্চাশটা প্রসিদ্ধ লেখা (পুস্তক)। এরপর তিনি আরো দীর্ঘ ২৫ বৎসর জীবদ্দশায় ছিলেন। তাঁর লেখনীও রীতিমত জারি ছিল। কাজেই, যখন জীবনের প্রাথমিক অংশে এমন অস্বাভাবিক অবস্থা ছিল তখন শেষ পর্যন্ত তাঁর অবস্থা কেমন শানদার হবে তার একটা অনুমান করা যায়। ১৩২৩ হিজরী সনে তিনি যখন দ্বিতীয় বার হজ্জে তথা হারামাইন শারীফাইনের যিয়ারতে তাশরিফ নিয়ে যান তখন তাঁর লেখা সংখ্যা দু'শ ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৪১ বছর। এতদ্ব্যতীত ফাযেলে বারেলবী বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত সর্বজন স্বীকৃত

প্রায় ৮০ টি কেতাবে ব্যাখ্যা (টীকা-টিপ্পনী) সংযোজন করেন। তদুপরি, ফিক্বাহ শাস্ত্রে তাঁর জগদ্বিখ্যাত অবদান হল 'ফাতোয়ায়ে রেযবীয়া'। এর পূর্ণ নাম 'আল আতা-য়ান নববীয়্যাহ ফিল ফাতা-ওয়ার রেযবীয়্যাহ'। প্রত্যেক খন্ড সহস্রাধিক পৃষ্ঠা সম্বলিত। ১২ খন্ডের এ ফতোয়া গ্রন্থ মুসলিম বিশ্বের ওলামায়ে কেরাম তথা মুসলিম সমাজের নিকট অতীব সমাদৃত। ফতোয়া জগতের ইতিহাসে তাঁর এ অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

কানযুল ঈমান

শিক্ষা জগতে তাঁর আরেক অবদান হল পবিত্র ক্বোরআন মাজীদের উর্দু অনুবাদ **'কানযুল ঈমান ফী তরজামাতিল ক্বোরআন'** ইসলাম জগতে বিশেষ সমাদৃত। ১৩৩০ হিজরীতে (১৯১১ সন) তাঁর মহান গ্রন্থ প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছিল। বিশুদ্ধ বিভিন্ন ভাষায় তার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামী আক্বীদাগুলি এর মধ্যে যেমন ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তেমন ভাবে বাতিল পন্থীদের দলীলাদীর মাধ্যমে রদও করা হয়েছে। বিষয় ভিত্তিক আয়াত সমূহের একটি লিস্ট (তালিকাও) তার সূচনায় সংযুক্ত করা হয়েছে। যার ফলে যে কোনো প্রয়োজনীয় বিষয়ে অতি সহজে একাধিক আয়াতের সন্ধান করে নিতে পারা যায়। তাঁরই 'খলিফা' বিশ্ব বিখ্যাত আলেম সায়্যেদ মুহাম্মাদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) 'খাযাইনুল ইরফান' নামক একখানা তাফসীররূপী 'হাশিয়া' (পার্শ্বটীকা) উক্ত তরজামার সাথে সংযোজন করেছেন, যা বর্তমানে প্রত্যেকটা পাঠকের নিকট অতীব সমাদৃত। দুনিয়ার বুকে ক্বোরআন পাকের তরজামা অনেকেই রয়েছে কিন্তু 'কানযুল ঈমান'-এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল এতে আল্লাহ ও তার হাবীবের ইশক, প্রেম, প্রেমের ব্যাখ্যা ও জ্বালা এবং আদব রয়েছে।

তাছাড়া, তাতে এমন সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যা অন্য কোন তরজমা বা অনুবাদে পরিলক্ষিত হয় না, বরং অনেক অনুবাদকের তথাকথিত অনুবাদগ্রন্থ বিভিন্ন আদব বিবর্জিত উক্তি ও বচনে পরিপূর্ণ রয়েছে। আ'লা হযরতের তরজমার প্রাধান্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা পক্ষান্তরে প্রকাশিত অন্যান্য অনুবাদের ভুল-ভ্রান্তি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যদি একটা তুলনামুলক পর্যালোচনা করা হয়।

কানযুল ঈমান শ্রেষ্ঠ কেন ?

আমার প্রিয় পাঠক ভাইদের সামনে শুধু মাত্র একটা আয়াতেরই পর্যালোচনা করছি যাতে অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে, কানযুল ঈমান শ্রেষ্ঠ কেন ?

﴿وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُاللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُالْمَاكِرِيْنَ﴾

(পারা : ৯ , সুরা : আনফাল, আয়াত: ৩০)

অনুবাদ ঃ- اوروہ فریب کرتے تھےاوراللہ بھی فریب کرتا تھا۔اوراللہ کافریب سب سے بہتر ہے۔(شاہ عبدالقادرکاترجمہ)

অর্থাৎ ঃ- এবং তারাও প্রতারণা করতো এবং আল্লাহও প্রতারণা করতেন, এবং আল্লাহর প্রতারণা সর্বাপেক্ষা উত্তম। (অনুবাদক- শাহ আব্দুল ক্বাদের)

অনুবাদ ঃ- اورمکرکرتے تھےوہ اورمکرکرتا تھااللہ تعالی۔اوراللہ تعالی نیک مکر کرنے والوں کا ہے۔(ترجمہ شاہ رفیع الدین)

www.YaNabi.in

অর্থাৎ ঃ- এবং প্রতারণা করতো তারা, আর প্রতারণা করতেন আল্লাহ তা'আলা, এবং আল্লাহ তা'আলা প্রতারণাকারীদের মধ্যে উত্তম। (অনুবাদক - শাহ রফীউদ্দীন)

অনুবাদ ঃ- وایشاں بدسگالی می کردندوخدابدسگالی می کرد(یعنی بایشاں وخدابہترین بدسگالی کنندگان است (ترجمہ شاہ ولی اللہ)

অর্থাৎ ঃ- এবং এসব লোক প্রতারণা করেছে আর খোদা প্রতারণা করেছেন (অর্থাৎ তাদের সাথে) এবং খোদা সর্বাপেক্ষা উত্তম প্রতারণাকারী। (অনুবাদক - শাহ ওলীউল্লাহ)

অনুবাদ ঃ- وہ بھی داؤ کرتے تھےاوراللہ بھی داؤ کرتا تھااوراللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے(ترجمہ محمودالحسن دیوبندی)

অর্থাৎ ঃ- তারাও ধোকা করতো এবং আল্লাহও ধোকা করতেন এবং আল্লাহর ধোকা সর্বাপেক্ষা উত্তম। (অনুবাদক - মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী)

অনুবাদ ঃ- اور(حال یہ تھا کہ)کافر(اپنا)داؤ کررہے تھےاوراللہ(اپنا)داؤ کررہا تھا اللہ سب داؤ کرنے والوں سے بہتر داؤ کرنے والا ہے(ترجمہ ڈپٹی نزیراحمد)

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

অর্থাৎ ঃ- এবং (অবস্থা এ যে) কাফির আপন ধোকা করছিল এবং আল্লাহ আপন প্রতারণা করছিলেন এবং আল্লাহ প্রতারণাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম প্রতারণাকারী। (অনুবাদক - ডিপুটী নযীর আহমাদ)

অনুবাদ ঃ- اوروہ تو اپنی تدبیریں کررہے تھے اوراللہ میاں اپنی تدبیریں کررہے تھے اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے (ترجمہ اشرف علی تھانوی دیوبندی)

অর্থাৎ ঃ- এবং তারা তো নিজেদের তদবীর করতো এবং আল্লাহ মিঞা আপন তদবীর করতেন, এবং সর্বাপেক্ষা মজবুত তদবীরওয়ালা হচ্ছেন আল্লাহ। (অনুবাদক - আশরাফ আলী থানবী দেওবন্দী)

অনুবাদ ঃ- وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اوراللہ اپنی چال چل رہا تھا اوراللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے (مودودی تفہیم القرآن)

অর্থাৎ ঃ-তারা নিজেদের (ষড়যন্ত্রের) চাল চালছিল। আর আল্লাহ তার নিজের চাল চালাছিলেন। অবশ্য আল্লাহর চাল সবচেয়ে উত্তম। (মওদূদীকৃত তাফহীমুল ক্বোরআন)

অনুবাদ ঃ- এবং তাহারা ছলনা করিতেছিলো ও ঈশ্বরও ছলনা করিতেছিলেন, ঈশ্বর ছলনাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (অনুবাদক - গিরিশ চন্দ্র সেন)

অনুবাদ ঃ- তখন তারা যেমন ছলনা করতো তেমনি, আল্লাহও ছলনা করতেন। **বস্তুতঃ** আল্লাহর ছলনা সবচেয়ে উত্তম। (মা'আরেফুল ক্বোরআন, বাদশাহ ফাহদ ক্বোরআন মুদ্রন প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত)

অনুবাদ ঃ- اوروہ اپنا سا مکر کرتے تھے اوراللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا اوراللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر (ترجمہ اعلیٰحضرت امام احمد رضا فاضل بریلویؒ)

অর্থাৎ ঃ- এবং তারা নিজেদের মত ষড়যন্ত্র করছিল, আর আল্লাহ নিজের গোপন কৌশল করছিলেন এবং আল্লাহর গোপন কৌশল সর্বাপেক্ষা উত্তম। (কানযুল ঈমান, অনুবাদক - আ'লা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা খান বারেলবী রহমাতুল্লাহী আলাইহি)।

আমার আ'লা হযরত ব্যতিত উপরোক্ত অন্য অনুবাদকগণ তাঁদের

অনুবাদে, এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেছের যেগুলো আল্লাহর শানে কোনো মতেই শোভা পায়না। আল্লাহর প্রতি (প্রতারণা) فریب وبدسگالی (ধোকা ও ষড়যন্ত্র) ইত্যাদির সম্বন্ধ উদ্ভাবন করা তারই সম্বন্ধ মিথ্যা উদ্ভাবনেরই নামান্তর মাত্র। এ বুনিয়াদী ভুলটা শুধু এ কারণেই সম্পন্ন হল যে, তারা আল্লাহ ও রাসুলের পবিত্র কর্মসমূহকে নিজেদের কার্যাদির উপর অনুমান করেছেন। এ কারণেই ঐসব অনুবাদক হাসি-ঠাট্টা, ধোকা-প্রতারণা, চালবাজি এবং ষড়যন্ত্রকেও আল্লাহর গুণাবলী সাব্যস্ত করে বসেছেন।

প্রথমত ঃ- উল্লেখ্য যে আল্লাহ তা'আলার সম্মান প্রকাশের জন্য মৌলবী আশরাফ আলী থানবী সাহেব 'মিঞা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথচ আল্লাহর শানে 'মিঞা' শব্দের ব্যবহার মোটেই শোভা পায় না। কারণ, এ শব্দটা দ্বারা মহান আল্লাহ তা'আলাকে একজন সম্মানিত মানুষের মর্যাদায় নামিয়ে আনা হয়। যেখানে রাসূলে পাকের কোন যর্থাথ প্রশংসা করতে শুনলে বা দেখলে যেই 'তাওহীদ পন্থী' হওয়ার দাবীদারগণ রাসূলকে আল্লাহর সমতুল্য করে ফেলা হচ্ছে, বলে হৈ চৈ করতে থাকে, তাদেরই নেতা (থানবি সাহেব) আল্লাহর শানে 'মিঞা' শব্দ ব্যবহার করে মহান আল্লাহকে মানুষের সারিতে নামিয়ে আনার অপচেষ্টা চালালেন ! এ কি ভুল অনুবাদের কুফল নয় ?

দ্বিতীয়ত ঃ- নরাসিংদীর গিরিশ চন্দ্র সেন পবিত্র ক্বোরআনের অনুবাদ করতে গিয়ে 'আল্লাহ' শব্দের পরিবর্তে 'ঈশ্বর' শব্দের ব্যবহার করলেন। (অন্যান্য ভুলতো আছেই) অথচ মহামহিম পবিত্র যাত আল্লাহর শানে এ ধরণের শব্দ মোটেই শোভা পায় না। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা 'ঈশ্বর' শব্দটাকে 'ভগবান' ও 'দেবতা' ইত্যাদির প্রতি শব্দ হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন।

এ শব্দগুলোর 'স্ত্রীলিঙ্গ' যেমন ব্যবহৃত হয় তেমনিভাবে হিন্দুরা সে ধরণের ভ্রান্ত, কুফরী এবং শির্কী আক্বিদা ও পোষণ করে থাকে। অথচ আল্লাহ তাদের শির্কের বহু উর্দ্ধে ও তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। সুতরাং তাদের এ ধরণের আক্বীদা যেমন বর্জনীয়, তেমনী উক্ত ধরণের শব্দের ব্যবহারও আল্লাহর শানে নিষিদ্ধ। তাই এ ধরণের অনুবাদ পড়া মোটেই উচিত হবে না।

তৃতীয়ত ঃ- এ ধরণের ভুল অনুবাদের ফলে যারা অহরহ মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিবিধ চক্রান্তে লিপ্ত, তাদের হাতে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের হাতিয়ারই তুলে দেওয়া হয়। উদাহরণ স্বরূপ, আলোচ্য আয়াতের ভুল অনুবাদ দেখে

www.YaNabi.in

YaNabi.in

জনৈক ইসলাম বিদ্বেষী লেখক তার 'সত্যরথ প্রকাশ' নামক পুস্তিকায় লিখেছে।

جوخدا اپنے بندوں کے مکر، فریب، دغا میں آجائے اور خود بھی

مکر، فریب، دغا کرتا ہو ایسے خدا کو دور سے سلام وغیرہ وغیرہ

অর্থাৎ ঃ- যেই খোদা বান্দাদের প্রতারণা, ধোকা ও চক্রান্তের শিকার হয়ে যায় এবং নিজেও প্রতারণা, ধোকা, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করে এমন খোদাকে দূরে থেকে সালাম ! ইত্যাদি ইত্যাদি। (নাউযুবিল্লাহ!)

এছাড়াও তাঁর একাধিক গ্রন্থ আছে যা খুবই প্রসিদ্ধ ও পৃথিবীময় প্রচলিত যেমন - ১) 'হাদায়েক্বে বাখশিশ' (উর্দু কাব্য সাহিত্যের 'স্বর্ণ সম্পদ'। ২) 'আল কাওকাবুতুশ শিহাবিয়া' এই কেতাবটিতে তিনি, ইসমাঈল দেহলবীর রচিত কেতাব 'তাক্বীয়াতুল ঈমান' -এ রচিত ৭০ টি কুফরি বা বাতিল আক্বীদার অকাট্য ভাবে খন্ডন করেছেন। ৩) 'হুসামুল হারামাইস' ৪) আহকামে শরীয়ত ৫) ফাতাওয়া আফ্রিক্বা ইত্যাদি।

চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দিদ

ওলামায়ে ইসলাম বলেছেন যে, মোজাদ্দিদ হলে একশত শতাব্দীর শেষে এবং পরবর্তী শতাব্দীর প্রথমে তাঁর ইলম ও ফযল সংস্কার কার্যাক্রমের মধ্যে তাঁর ইহয়ায়ে সুন্নাত (সুন্নাত জীবিত করার) বেদাতকে দূরিভূত করার এবং অন্যান্য ধর্মীয় খেদমতের ব্যাপক হারে চর্চা হতে থাকবে। ওলামা ও মাশায়েখ কর্তৃক ব্যাপকভাবে স্বীকৃত এবং তাঁদের ইমাম রূপে অধিষ্ঠিত হবে। কোরআন তাফসীর হাদীস ও ফেক্বাহ শাস্ত্রের মহাপন্ডিত হবে। (সাওয়ানেহে আ'লা হযরত)। উপরে উল্লেখিত সমস্ত গুণাবলী আমার আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাই তো সারা বিশ্বের বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখে ইযাম তাঁকে মোজাদ্দিদের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। ওলামা হযরতের ইজমা ও স্বীকৃতি অনুসারে মোজাদ্দিদের তালিকা প্রথম শতাব্দীর মোজাদ্দিদ হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। দ্বিতীয় শতাব্দীর মোজাদ্দিদ ইমাম শাফয়ী এবং ইমাম হাসান বিন যেয়াদ। তৃতীয় শতাব্দীর মোজাদ্দিদ ক্বাযী আবুল আব্বাস শাফয়ী, ইমাম আবুল হাসান আশয়ারী এবং মোহাম্মাদ জোহাইর তাবরানী। চতুর্থ শতাব্দীর

মোজাদ্দিদ ইমাম আবু বকর বিন বাকেলাবী ও ইমাম আবু হামিদ আসফেরাইনী। পঞ্চম শতাব্দীর মোজাদ্দিদ ক্বাযী ফাখরুদ্দিন হানাফী এবং ইমাম মোহাম্মাদ বিন গাযযালী। ষষ্ট শতাব্দীর মোজাদ্দিদ ইমাম ফাখরুদ্দিন রাযী। সপ্তম শতাব্দীর মোজাদ্দিদ ইমাম তাক্বীউদ্দিন বিন দাক্বীকুল আবদ। অষ্টম শতাব্দীর মোজাদ্দিদ ইমাম যায়নুদ্দিন ইবাক্বী, আল্লামা শামসুদ্দিন জাযরী এবং আল্লামা সেরাজুদ্দিন বিলকিনী। নবম শতাব্দীর মোজাদ্দিদ ইমাম জালালুদ্দিন সিউতী এবং ইমাম আল্লামা শামসুদ্দিন সাখাবী। দশম শতাব্দীর মোজাদ্দিদ ইমাম শাহাবুদ্দিন রামলী এবং মুল্লা আলী ক্বারী। একাদশ শতাব্দীর মোজাদ্দিদ ইমাম রাব্বানী শায়েখ আহমাদ সারহন্দী, শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দিস দেহলীবী এবং আল্লামা মির আব্দুল ওয়াহিদ বিলগ্রামী। দ্বাদশ শতাব্দীর ইমাম আউরাঙ্গযেব আলামগীর বাদশা, শায়েখ কালীমুল্লাহ চিস্তী শাহ জাহাঁবাদী, শায়েখ গোলাম নাক্বশবান্দী লখনৌবী , ক্বাযী মোহিববুল্লাহ বিহারী। ত্রয়দ্বশ শতাব্দীর মোজাদ্দিদ ইমাম হযরত শাহ আব্দুল আযীয মোহাদ্দিস দেহলীবী। চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দিদ ইমাম ইশক্বও মোহাব্বাত আ'লা হযরত আযীমুল বরকত শাহ ইমাম আহমাদ রেযা খান বারেলবী (রাহমাতুল্লহি আলাইহিম আজমাঈন)।

(সাওয়ানেহে আ'লা হযরত, ১২৯ পৃষ্ঠা)।

কতিপয় কারামাত

হঠাৎ বৃষ্টি ঃ-

আ' লা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নিকট একদিন এক নজূমী(নক্ষত্রবিদ, জ্যোতিষী) উপস্থিত হলেন, আ' লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে বললেন - বলুন, আপনার হিসাব অনুযায়ী বৃষ্টি কবে হতে পারে? তিনি তখন নক্ষত্রসূচী বানিয়ে বললেন, হুযুর এই মাসে বৃষ্টির কোন সম্ভাবনাই নেই, সামনে মাসে হবে। আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, কেমন কথা বলছেন, আল্লাহ পাক অসীম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। তিনি চাইলে আজকেই আর এখনই বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারেন। আপনি শুধু নক্ষত্রকে দেখছেন আর আমি নক্ষত্রের সাথে সাথে নক্ষত্র নির্মাণকারীর ক্ষমতাকেও দেখছি। হুযুরের সামনে দেওয়াল ঘড়ি লাগানো ছিল নজূমীকে বললেন

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

এখন কত বাজে? তিনি বললেন ১১:১৫, হুযুর বললেন ১২টা বাজতে কত দেরি? তিনি বললেন ৪৫মিনিট। হুযুর বললেন ৪৫ মিনিটের পূর্বে ১২টা বাজতে পারে কি? তিনি বললেন না। অতঃপর হুযুর উঠে ঘড়ির কাটা ঘুরিয়ে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ১২টার ঘন্টা বেজে উঠল। নজূমীকে বললেন, আপনি তো বলছিলেন যে পৌনে ঘন্টার আগে ১২টা বাজতেই পারে না। কারণ এখন ১১:১৫ বাজে দেখুন কি করে ১২টা বেজেগেল? তিনি বলে উঠলেন, আপনি ঘড়ির কাটা ঘুরালেন তাই, নইলে পৌনে ঘন্টার পরেই ১২টা বাজতো। আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, আল্লাহপাক অসীম ক্ষমতাবান যে কোন নক্ষত্রকে যখন চাইবেন, যেখানে চাইবেন মুহুর্তের মধ্যে পৌঁছে দেবেন। আপনি বলছেন একমাস পরে বৃষ্টি হবে, আল্লাহ পাক যদি চান আজকেই আর এখনই বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়ে যাবে। আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পবিত্র মুখ দ্বারা এ কথা বের হতে না হতে নীল আকাশে ঘনীভূত হয়ে বাদল ছেয়ে গেলো আর মুহুর্তের মধ্যে ঝমঝমে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়েগেল। (আনওয়ারে রেযা, ৩৭৫পৃ:)

www.YaNabi.in

দরজায় বাঘের পাহারা

জনাব সায়্যেদ আইয়ুব আলী- এর সূত্রে বর্ণিত।

যে বাসভবনে হুযুর আ'লা হযরতের মেজ ভাই হযরত আল্লামা ও মাওলানা হাসান রেযা খান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অবস্থান করতেন তার উত্তর দিকের প্রাচীর বর্ষায় পড়ে গিয়েছিল, সামায়িক ভাবে সেখানে একপ্রকার পর্দার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মূলত: সেই বাসভবনটাই আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পূর্ব পুরুষদের বাসভবন। প্রথমে আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-ও সেখানেই অবস্থান করতেন।

কুরবানীর সময় গো'হত্যা নিয়ে কিছু সমস্যা দাঁড়ায় যাতে তিনি বিরোধীদের বিপক্ষে মাসআলা প্রদান করেন এবং রুখে দাঁড়ান, যার ফলে এক বেদ্বীন ঐ পড়ে যাওয়া প্রাচীরের দিকদিয়ে আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উপর হামলা করার প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু যখন-ই সে সেই রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করার চেষ্টা করে তখন-ই সে একটি বাঘকে সেখানে টহল দিতে দেখতে পেয়ে

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ফিরে আসে। শেষে সে পরাজিত হয়ে ফিরে আসে। সকালে সে বেদ্বীন শত্রু হুযুরের দরবারে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং রাত্রের সমস্ত ঘটনা হুযুরের সামনে বর্ণনা করল। (হায়াতে আ'লা হযরত, ৯৩২ পৃষ্টা)।

ট্রেন থেমে থাকল

একদা আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পিলীভিত থেকে বারেলী শরীফের সফর করছিলেন। নাওয়াবগঞ্জ স্টেশনে এক দুই মিনিটের জন্য ট্রেন থামল। মগরীবের সময় হয়েগিয়েছিল। ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সঙ্গীদের নিয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-এ নেমে পড়লেন, সঙ্গী সকল চিন্তিত ছিলেন যে ট্রেন চলে যাবে তো আমাদের কি হবে। কিন্তু হুযুর আযান দেওয়ালেন আর মনোযোগ সহকারে নামায আরম্ভ করে দিলেন। তাঁর কর্তব্যে সূর্যের ন্যায় প্রকাশ হয় যে, ট্রেন চলে যাওয়া বলে তাঁর মস্তিষ্কে কোন রকমের চিন্তা ভাবনা ছিল না। ওদিকে ড্রাইভার ইঞ্জিন চালু করছেন কিন্তু আর চালু হচ্ছে না। ইঞ্জিন বিচ্যুত হয়ে রেল লাইনে পড়ছে, টি.টি.ই, স্টেশন মাস্টার সবাই এক জায়গায় জমা হয়ে গেলেন ড্রাইভার সাহেব বলছেন, ইঞ্জিনে কোন রকম ত্রুটি পাচ্ছিনা। হঠ্যাৎ করে এক পন্ডিৎ চিৎকার করে বলে উঠল ঐ দেখ কোন দরবেশ (সাধক) নামায পড়ছেন মনে হয় তার জন্যই রেল থেমে আছে চালু হচ্ছে না। পন্ডিতের কথা শোনে হুযুর আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট মানুষের সমাগম হয়েগেল, অতঃপর হুযুর মনোযোগ সহকারে নামাজ সম্পন্ন করে রেলে আগমন করলেন তার পরে পরেই ইঞ্জিন চালু হয়ে সুষ্ঠ ভাবে চলতে আরম্ভ করল। সত্যিই যে আল্লাহর হয়ে যায়, আল্লাহ পাকও তার হয়ে যান। (তাযকেরায়ে ইমাম আহমাদ রেযা, ১৫পৃষ্ঠা)

www.YaNabi.in

ইমামে ইশকও মুহাব্বাত মুজাদ্দিদে মিল্লাত আযীমুল বারকাত আ'লা হযরত আচ্ছে রাযা, পিয়ারে রাযা, মিঠে রাযা, মেরে রাযা, ইমাম আহমাদ রাযা বারেলবী (তাগাম্মাদাহুল্লাহু তা'আলা বিগুফরানিহি) -এর কারামত ও পূর্ণ জীবন কাহিনী জানতে পড়ুন " হায়াতে আ'লা হযরত গ্রন্থ লেখক ঃ- হুযুর সায়্যেদ শাহ যাফরুদ্দিন বিহারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

খ্যাতিসম্পন্ন শিষ্যগণ

'ইমাম আহমাদ রেযা আওর রদ্দে বেদআত ও মুনকেরাত' গ্রন্থের অনুসারে তাঁর খ্যাতি সম্পন্ন শিষ্যগণের তালিকা নিম্নে দেওয়া হল।

বিশিষ্ট আলেম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঃ-

* হযরত মাওলানা ওসী আহমাদ সু'রতী (ওফাত - ১৯১৬ সালে)
* হযরত মাওলানা হামিদ রেযা বারেলবী (ওফাত - ১৯৪৩ সালে)
* হযরত শাহ আবুল বারকাত সায়্যেদ আহমাদ (ওফাত - ১৪০০ হিজরী)

বিশিষ্ট ফাকীহগণের মধ্যে ঃ-

* সদরুশ শারীয়া হযরত আল্লামা মুফতী আমজাত আলী আজমী (ওফাত - ১৩৬৭ হিঃ) 'বাহারে শরীয়াত' গ্রন্থের লেখক।
* ফাক্বীহুল আসর মুফতী সেরাজ আহমাদ কানপুরী (ওফাত - ১৩৪২ হিঃ)
* ফাক্বীহে আযম মুফতী মোহাম্মাদ শরীফ
* হযরত মাওলানা দিদার আলী শাহ (আলওরী) (ওফাত - ১৯৫৪ সালে)

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও জ্ঞানীগুণির মধ্যে ঃ-

* প্রফেসার সায়্যেদ সুলায়মান আশরাফ ভাগালপুরী (ওফাত -১৩৫২ হিঃ)
* মাওলানা মুফতী সায়্যেদ আহমাদ আশরাফ (কেছুছাবী) (ওফাত - ১৩৮৩ হিঃ)
* সাদরুল আফাযিল সায়্যেদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী (ওফাত -১৩৬৭ হিঃ)

বিশিষ্ট মোবাল্লিগদের মধ্যে ঃ-

* মাওলানা আহমাদ মুখতার মিরাঠী (ওফাত - ১৩৫৭ হিঃ)
* হযরত আব্দুল আলিম সিদ্দিকী মিরাঠী (ওফাত - ১৯৫৪ সালে)
* হযরত মাওলানা ফাতেহ আলী ক্বাদরী (ওফাত - ১৩৭৭ হিঃ)

বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে ঃ-

www.YaNabi.in

* হযরত মাওলানা মুফতী সায়্যেদ মোহাম্মাদ জাফরুদ্দীন বিহারী (ওফাত - ১৩৮২ হিঃ) 'সাহীহুল বিহারী' গ্রন্থের লেখক।
* মাওলানা ওমরুদ্দিন হাযারুবী (ওফাত - ১৩৭৯ হিঃ)
* মাওলানা মোহাম্মাদ শফীউর বিসলপুরী (ওফাত - ১৩৩৮ হিঃ)

বিশিষ্ট শিক্ষকদের মধ্যে ঃ-

* হযরত মাওলানা রহাব ইলাহী ম্যাঙ্গালরী (ওফাত - ১৩৬২ হিঃ)

YaNabi.in

* হযরত মাওলানা রহিম বখশ আরবী (ওফাত - ১৩৪৪ হিঃ)

বিশিষ্ট রাজনৈতিকবিদদের মধ্যে ঃ-

* মোহাম্মাদ আবুল হাসমাত মোহাম্মাদ ক্বাদরী (ওফাত - ১৩৮০ হিঃ)
* মুফতী মাওলানা ইয়ার মোহাম্মাদ বাদাউনী (ওফাত - ১৩৬৭ হিঃ)
* মুফতী এজায আলী খান রেযবী (ওফাত - ১৩৮৩ হিঃ)

বিশিষ্ট তাসাউফবিদদের মধ্যে ঃ-

* হযরত মুফতী-এ-আযম হিন্দ মুস্তাফা রেযা খান (ওফাত - ১৯৮১ সালে)
* হযরত মাওলানা শায়েখুল ইসলাম যিয়াউদ্দিন ক্বাদরী (ওফাত - ১৯৮৩ সালে)

বিশিষ্ট লেখক ও প্রকাশকদের মধ্যে ঃ-

* মাওলানা ইব্রাহীম রেযা জিলানী (ওফাত - ১৩৮৫ সালে)
* মাওলানা মোহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ কাদরী।

বিশিষ্ট খাতীব ও মুনাযিরদের মধ্যে ঃ-

* মাওলানা সায়্যেদ হেদায়াত রাসুল রামপুরী (ওফাত - ১৯১৫ সালে)
* মাওলানা হাশমাত আলী লখনৌবী (ওফাত - ১৩৮০ হিঃ)
* মাওলানা মাহবুব আলী লখনৌবী (ওফাত - ১৩৮৫ হিঃ)

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে ঃ-

* মাওলানা হাসান রেযা খান (আ'লা হযরতের ভ্রাতা) (ওফাত - ১৩২৬ হিঃ)
* মাওলানা সায়্যেদ আইয়ুব আলী রেজবী (ওফাত - ১৩৯০ হিঃ)
* মাওলানা ইমামুদ্দিন ক্বাদরী (ওফাত - ১৩৮১ হিঃ)

বিশিষ্ট হাকীম ও চিকিৎসকদের মধ্যে ঃ-

* মাওলানা আব্দুল আহাদ পিলীভীতি (ওফাত - ১৩৫২ হিঃ)
* মাওলানা সায়্যেদ আব্দুর রশিদ আযীমাবাদী
* মাওলানা আযীম গাওস বারেলবী।

আ'লা হযরতের সম্পর্কে কতিপয় মনীষির অভিমত

মুর্শিদে কামেল হযরত আল্লামা সায়্যেদ মোহাম্মাদ তায়্যেব শাহ (আলাইহির রহমা) শেতালু শরীফ, সিরিকোট, পাকিস্থান।

" বাতিল পন্থীদের বিভ্রান্তির উপকরণাদি রাসূলে করীম আলাইহিস

সালামের মানে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ এবং বদ-আক্বিদা যখন ঘূর্নিঝড় বা সাইক্লোনের আকার ধারণ করেছিল, তখনি হযরত নূহ আলাইহিস সালামের নৌকাতুল্য আ'লা হযরতের লেখনী উম্মতে মোহাম্মাদিকে আপন বক্ষে তুলে নিয়েছে। রহমতে আলাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রহমতের সমুদ্র থেকে পানি পান করিয়ে পরিতৃপ্ত করেছেন। আ'লা হযরতের না'ত ঈমানদারদের রূহানী প্রেরনার উৎস। ভেবে দেখার বিষয় হলো যে মহান ব্যক্তির পবিত্র মুখে এ জাতীয় কাব্য প্রবহমান, তাঁর অন্তরের অবস্থাই বা কী! নিঃসন্দেহে, তিনি 'ফানাফীর রাসূল - এর মর্যাদা প্রাপ্ত।' (পায়গামাতে ইয়াউমে রেযা', লাহোর - ৩১ পৃষ্ঠা)

ডঃ আল্লামা ইক্বাল ঃ- ভারতবর্ষের শেষ যুগে আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহের মত বিজ্ঞ ও মেধাসম্পন্ন ফক্বীহ জন্মগ্রহণ করেনি। তাঁর ফতোয়াসমূহ পড়েই আমি এ অভিমত ব্যক্ত করলাম। তাঁর ফতোয়াই তার প্রভা, বুদ্ধিমত্তা, উৎকৃষ্ট স্বভাব, পূর্ণাঙ্গ বোধশক্তি এবং দ্বীনী বিষয়াদিতে জ্ঞানসমুদ্রের পক্ষে ন্যায়বান সাক্ষী।

মৌলানা (আ'লা হযরত) একবার যেই মত প্রতিষ্ঠা করে নেন, সেটার উপরই অটলভাবে স্থির থাকেন। নিঃসন্দেহে, তিনি স্বীয় মতামতের বহিঃপ্রকাশ ঘটান অতি গভীরভাবে চিন্তা ভাবনার পরই। তাঁর কৃত শরীয়তের কোন ফায়সালা এবং তাঁর প্রদত্ত কোন ফতোয়ায় তাঁকে কখনো না পরিবর্তন করতে হতো, না কখনো তা বাতিল করে অন্য কোন মতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হতো। জ্ঞানগত দিক দিয়ে মাওলানা আহমাদ রেযা হলেন যুগের ইমাম আবু হানীফা। (মাক্বালাতে ইয়াউমে রেযা - ৩য় খন্ড, লাহোর, এপ্রিল ১৯৭১)

ডঃ স্যার যিয়াউদ্দিন ঃ- (আলীগড় মুসলিম বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলার)

'নিজ দেশে (ভারতবর্ষ) আহমাদ রেযার মতো বড় বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও জ্ঞান শিক্ষার জন্য আমরা ইউরোপ গিয়ে দুঃখজনকভাবে অযথা সময় অপচয় করেছি।'

কতিপয় ভিন্ন আক্বীদাবলম্বীর অভিমত

*** মাওলানা আশরাফ আলী থানবী ঃ-** 'আমার যদি সুযোগ হতো, তাহলে আমি মৌলবী আহমাদ রেযা খান বারেলবীর পেছনে নামায পড়ে নিতাম।'

(উসউয়ায়ে আকাবির, ১৮ পৃঃ)। তাঁর সাথে আমাদের বিরোধিতার কারণ বাস্তবিকপক্ষে 'হুব্বে রাসূল' (রাসূল করীমের ভালোবাসা) -ই। তিনি আমাদেরকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম-এর প্রতি অশালীনতা (বেয়াদবী) প্রদর্শনকারী মনে করেন।' (আশরাফুস সওয়ানেহ , প্রথম খন্ড - ১২৯ পৃ) । আমার অন্তরে আহমাদ রেযার প্রতি অসীম সম্মান রয়েছে। তিনি আমাদেরকে কাফির বলেন, কিন্তু ইশকে রসূলের ভিত্তিতেই বলেন । অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তো বলেন না।" (আ'লা হযরত কা ফিক্বহী মাক্বাম, লাহোর, ১৯৭১ সালে মুদ্রিত, কৃত- মাওলানা আখতার শাহজাহানপুরী)।

*** মাওলানা আহমাদ আলী সাহারানপুরী** (পুত্র মৌ.খালীলুর রহমান) ঃ- ১৩০৩ হিজরীতে 'মাদ্রাসাতুল হাদীস পীলিভিত' -এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে আয়োজিত জলসায় সাহারানপুর, লাহোর, কানপুর, জৌনপুর, বামপুর এবং বাদায়ূনের আলিমগণের উপস্থিতিতে মোহাদ্দিসে সূরতীর একান্ত ইচ্ছাক্রমে আ'লা হযরত ইলমে হাদীস (হাদীস শাস্ত্র) -এর উপর অনবরত তিন ঘন্টা যাবত সারগর্ভ ও সপ্রমাণ বক্তব্য রাখলেন। জলসায় উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম তাঁর বক্তব্যে অবাক চিত্তে শ্রবন করলেন এবং খুব প্রশংসা করলেন।

*** মাওলানা আহমাদ আলী সাহারানপুরী ঃ-** তনয় মাওলানা খালীলুর রহমান বক্তব্য শেষ হলে স্বতঃস্ফুর্তভাবে আ'লা হযরতের হাতে চুম্বন করলেন। আর বললেন, 'যদি এ মুহূর্তে আমার সম্মানিত পিতা (মাওলানা আহমাদ আলী সাহারানপুরী) থাকতেন, তবে তিনি আপনার জ্ঞান-সমুদ্রের মুক্তমনে প্রশংসা করতেন। আর তখন তাঁর এটা উচিতই ছিল।' উল্লেখ্য, মোহাদ্দিস সূরতী ও মাওলানা মোহাম্মাদ আলী মুঙ্গরী (নদওয়াতুল ওলামা, লখনৌ -এর প্রতিষ্ঠাতা) ও তাঁর মন্তব্যের প্রতি সমর্থন জানান। (মাকালায়ে মাহমুদ আহমাদ ক্বাদরী, প্রনেতা, তাযকেরায়ে ওলামায়ে আহলে সুন্নাত, 'মাহনামায়ে আশরাফীয়্যাহ, মুবারাকপুর', ১৯৭৭)।

*** মাওলানা আবুল আ'লা মাওদুদী ঃ-** 'মাওলানা আহমাদ রেযা খানের জ্ঞান-গরিমাকে আমি আন্তরিক ভাবে শ্রদ্ধা করি। তিনি বিধানাবলির বিষয়ে অত্যান্ত উঁচু মানের ছিলেন । তাঁর এ শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঐ সমস্ত লোককেও স্বীকার করতে হবে, যারা তাঁর সাথে বিরোধ রাখে।' (মাক্বালাতে ইয়াউমে রেযা : ২য় খন্ড লাহোর থেকে মুদ্রিত)।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

'আমার দৃষ্টিতে মাওলানা আহমাদ রেযা খান মরহুম ও মগফুর ধর্মীয় জ্ঞান ও গভীর অন্তদৃষ্টির ধারক এবং মুসলমানদের একজন উচ্চ পর্যায়ের সম্মান্যযোগ্য ইমাম (মুক্বতাদা) ছিলেন। যদিও তাঁর কোনো কোনো ফতোয়া ও মতামতের সাথে আমার বিরোধ রয়েছে, কিন্তু আমি তার দ্বীনি খিদমতের কথাও নির্দ্বিধায় স্বীকার করি।' (ইমাম আহমাদ রেযা, আল-মীযান সংখ্যা, বোম্বাই থেকে মুদ্রিত ১৯৭৭ সালে।)

এভাবে আরো বহু মনীষী, বুদ্ধিজীবি, আরব-আজমের ওলামা ও পীর মাশায়েখ এবং ভিন্ন আক্বীদাবলম্বীরাও আ'লা হযরতের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। সেগুলোর যথাযথ উদ্ধৃতি সহকারে বহু কেতাব প্রকাশিত হয়েছে।

****

ইন্তেকাল

ফাযেলে বারেলবী ২৫ শে সফর ১৩৪০ হিজরী মোতাবেক ২৭ শে সেপ্টেম্বর ১৯২১ সালে জুম'আর দিন বেলা ২ টা ৩৪ মিনিটে বারেলী শরীফে রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যলাভে ইহকাল থেকে পর্দা করেন। (ইন্নালিল্লাহি অ ইন্না ইলাইহি রাজিউন।)

মাওলানা হোসাইন আহমাদ খান, যিনি এ বিদায়ী সফরের রুহ সঞ্চার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তিনি লিখেন - ফাযেলে বারেলবী ওসীয়ত নামা লিখিয়েছেন, অতঃপর তা কার্যকর করিয়েছেন। বেসাল শরীফ বা ইন্তেকালে সব কাজ ঘড়ি দেখে সঠিক সময়ে এরশাদ হতে থাকে। যখন দুটা বাজার চার মিনিট বাকি ছিল, তখন সময় জিজ্ঞাসা করলেন। কেউ আরয করল, এখন ১ টা বেজে ৫৬ মিনিট হয়েছে। বললেন, 'ঘড়ি রেখে দাও।' হঠাৎ বললেন 'ফটো সরিয়ে দাও।' উপস্থিত সবাই চিন্তায় পড়েগেলেন। এখানে ফটো আসলো কোথা থেকে ? মনে এ প্রশ্ন আসার সাথে সাথে নিজেই এরশাদ করলেন - 'এ কড়ি, খাম ও টাকা পয়সা।' অতঃপর একটু নিম্নস্বরে আপন ভ্রাতা জনাব মাওলানা মোহাম্মাদ রেযা খান সাহেবকে বললেন 'ওযু করে এসো ! কোরআন মাজীদ লও!' তিনি তখনো আসেন নি, এ দিকে মাওলানা মোস্তাফা রেযা খান (মুফতীয়ে আযম হিন্দ) সাহেবকে বললেন, 'এখন বসে বসে কি করছো! সূরা ইয়াসীন শরীফ ও সূরা রা'আদ শরীফ তেলাওয়াত

করো।' পবিত্র হায়াতের আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকী। এরশাদ মোতাবেক সূরা দু'টি তেলাওয়াত করা হলো। তিনি এমনি মনযোগ সহকারে শ্রবণ করলেন যে, যে যে আয়াত স্পষ্টভাবে শুনেননি সে আয়াতগুলো তিনি নিজেই তেলাওয়াত করে শুনিয়ে দিয়েছেন। সফরের যেসব দো'আ যেগুলো চলার সময় পড়া সুন্নাত পরিপূর্ণভাবে বরং অন্যান্য বারের তুলনায় বেশী পড়লেন। অতঃপর কালেমায়ে তায়্যেবা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহি' পুরোটাই পাঠ করলেন। যখন আর শক্তি রইল না এবং শেষ নিঃশ্বাস বক্ষে এসে পৌঁছালো, ওষ্ঠাধর দুটির স্পন্দন এবং অন্তরের যিকির (পাস আনফাস) করার মাত্র শেষ হয়ে আসছে, হঠাৎ চেহারা মুবারকের উপর নূরের একটা ঝলক চমকিত হয়ে উঠে, যাতে প্রতিফলন ছিল যেমনিভাবে আয়নার উপর পতিত চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়। এ আলোকরশ্মি অদৃশ্য হতেই সেই নূরানী 'রূহ' পবিত্র শরীর থেকে উড়ে গিয়েছিল। (ইন্নালিল্লাহি অ ইন্না ইলাইহি রাজিউন।)

তিনি নিজেও তখনকার যুগে এরশাদ করেছিলেন, 'যার চোখের সামনে একটা ঝলক উদ্ভাসিত হয়, তিনি এর দিদারের প্রবল আগ্রহে এমনিভাবে পরকালের দিকে চলে যান যে, যাওয়ার সময়কার কোন অবস্থার কথাই তখন তাঁর অনুভুত হয় না।' আযমগড়স্থ দারুল উলূম আশরাফিয়ার ওস্তাদ মাওলানা শাহ আব্দুল আযীয মোহাদ্দিস মুরাদাবাদী সাহেব (আলাইহির রহমাতু অররিদ্বওয়ান) আজমীর দরগাহ শরীফের সাজ্জাদা নাশীন দেওয়ান সায়্যেদ আলে রাসূল সাহেবের সম্মানিত চাচা (যিনি একজন বড় বুযুর্গ ছিলেন) রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বর্নিত একটা ঘটনা, যা থেকে ফাযেলে বারেলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-র ইন্তেকালের সময়কার হাক্বীকৃত ও মহত্বের আবস্থা জানা যায়, এখানে প্রনিদানযোগ্য বর্ণনাকারীও নির্ভরযোগ্য, ঘটনাটাও নির্ভর যোগ্য স্বপ্নের। যে সব লোককে আল্লাহ তা'য়ালা অন্তরের সুক্ষ্ম দৃষ্টি দান করেছেন তাঁরা নিশ্চয় এ ঘটনা থেকে আলোক অর্জন করবেন। তিনি বলেন - '১২ ই রবিউস সানী ১৩৪০ হিজরী সনে একজন সিরীয় বুযুর্গ দিল্লীতে তাশরীফ আনেন। তাঁর আগমনের খবর শুনে আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। বড়ই শান-শাওকাতের বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর স্বভাব অধিক স্বনির্ভর। মুসলমানগণ যেভাবে অন্যান্য আরবিয়াতের খিদমত করেন, তাঁরও তেমন খিদমত করতে চাইতো, নযরানা পেশ করতো। কিন্তু তিঁনি সেগুলো গ্রহণ করতেন না।

www.YaNabi.in

আর বলতেন - আমি আল্লাহর অনুগ্রহক্রমে অভাবমুক্ত, আমার এসব দরকার নেই। তাঁর এ স্বনির্ভরতা ও দীর্ঘদিনের সফরের কথা সত্যই মনে হলো। তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম - হযরত ! এখানে আপনার আগমনের কারণ কি ? বললেন 'উদ্দেশ্য তো খুব মহৎ ছিলো। কিন্তু হাসিল হলোনা। সে কারণে আফসোস করছি।'

ঘটনা হচ্ছে ঃ- ২৫ সে সফর ১৩৪০ হিজরী অদৃষ্ট জাগ্রত হলো স্বপ্নে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যিয়ারত নসীব হয়েছে। দেখলাম হুযুর (আলাইহিস সালাম) তশরীফ এনেছেন। সাহাবা কেরাম সবাই দরবারে হাযির হয়েছেন। কিন্তু মজলিসে স্তব্ধতা বিরাজ করছিল। অবস্থা থেকে বুঝাগেল যে, তাঁরা কারো জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি রাসূল পাকের দরবারে আরজ করলাম 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার পিতা-মাতা আপনার চরনতলে ক্বোরবান হোন। কার জন্য এ অপেক্ষা ?' এরশাদ করলেন, 'আহমাদ রেযার জন্য এ অপেক্ষা।' আমি আরয করলাম - 'কে আহমাদ রেযা ?' এরশাদ করলেন - 'হিন্দুস্থানের বারেলীর অধিবাসী।' ঘুম ভাঙ্গার পর আমি অনুসন্ধান করলাম। জানতে পারলাম মাওলানা আহমাদ রেযা খান সাহেব বড়ই মর্যাদাবান প্রখ্যাত আলেম। তিনি এখনো জীবিত। আমার অন্তরে উক্ত মাওলানার সাক্ষাতের প্রবল আগ্রহ জন্মাল। আমি হিন্দুস্থান এলাম। বারেলী পৌঁছালাম। জানতে পারলাম যে, তিনি ইন্তেকাল করেগেছেন। আর সেই ২৫ শে সফরই তাঁর বেসালের (ইন্তেকালের) দিন ছিল। এ দীর্ঘ সফর তাঁর সাক্ষাতের জন্যই করেছি। কিন্তু আফসোস ! তাঁর সাক্ষাৎ সম্ভব হলো না।

মাযার শরীফ

বারেলী শহরের সওদাগারাঁ গ্রামে 'দারুল উলূম মানযারে ইসলাম এর উত্তর পার্শ্বে এক শানদার ইমারতে তাঁর মাযার শরীফ। তাঁর মাযার শরীফের ভিতরে প্রবেশ করলেই অন্তরের অবস্থা বদলিয়ে যায় এবং বের হয়ে আসার একেবারেই ইচ্ছা জাগেনা। মাযারের ভিতরে উত্তরকোনে তাঁদের বিশিষ্ট তাবাররুকাত (তর্কা) রয়েছে, তাকে সামনে করে দু'আ করলে সেই দু'আ মঞ্জুর হয়। প্রতি বছর ২৪ ও ২৫ শে সফর তাঁর পবিত্র ওরস অনুষ্ঠিত হয়। উপমহাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ওলামায়ে কেরাম ও সম্মানিত মাশাইখ

ওরস শরীফে শামিল হন, সে সময় যেদিকে তাকাই শুধু টুপি আর টুপি সাধারণ মানুষ অপেক্ষা আলেম, মুফতী, পীর মাশায়েখগণ অধিকহারে বেশী। শুধু ভারতের নয় বরং অন্যান্য দেশ থেকেও বড় থেকে বড় বক্তা, শায়েরে ইসলামগণ এবং মহাপন্ডিত বিনা নিমন্ত্রনে উপস্থিত হয়ে জলসার মঞ্চে সেচ্ছায় কিছু বলার জন্য অল্প সময়ের আবেদন জানান। মহা পন্ডিতের ন্যায় ব্যক্তিত্ব আবেদন করেও ৫ মিনিট থেকে ১০ মিনিট সময় পেয়ে থাকে না। তাতেই তাঁরা নিজেকে ধন্য মনে করেন। কারণ আমার মনে হয় যে, এই পবিত্র মঞ্চ ভারতের মাটিতে আলেম ও ফক্বীহ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ মঞ্চ।

জগৎ বিখ্যাত সালামে রাযা

মুস্তাফা জানে রাহমাত পে লাখোঁ সালাম
শাময়ে বাযমে হেদায়াত পে লাখোঁ সালাম।
শাহরে ইয়ারে ইরাম তাজদারে হারাম
নৌবাহারে শাফা'আত পে লাখোঁ সালাম।
আরশ তা ফারশ হ্যায় জিসকে যেরে নাগীঁ
উস কি ক্বাহির রেয়াসাত পে লাখোঁ সালাম।
হাম গারীবোঁ কে আকা পে বে-হাদ দুরুদ
হাম ফাক্বীরো কি সারওয়াত পে লাখোঁ সালাম।
দূর ও নাযদিক কে শুননে ওয়ালে ওহ কান
কানে লা'লে কারামাত পেলাখোঁ সালাম।
জিসকে মাথে শাফা'আত কা সেহরা রাহা
উস জাবীনে সা'আদাত পে লাখোঁ সালাম।
জিস তারাফ উঠ গায়ী দাম মেঁ দাম আগায়া
উস নেগাহে ইনায়াত পে লাখোঁ সালাম।
পাতলী পাতলী গুলে কুদস কি পাতিয়াঁ
উন লাবোঁ কি নাযাকাত পে লাখোঁ সালাম।
ওহ যাবাঁ জিস কো সাব কুন কি কুঞ্জী কাহেঁ
উস কি নাফিয হুকুমাত পে লাখোঁ সালম।

উন কে মাওলা কি উন পার কারোড়োঁ দুরুদ
উন কে আসহাবও ইতরাত পে লাখোঁ সালাম।
ওহ দাসোঁ জিন কো জান্নাত কা মুঝদা মিলা
উস মুবারাক জামায়াত পে লাখোঁ সালাম।
শাফয়ী মালিক আহমাদ ইমামে হানিফ
চার বাগে ইমামাত পে লাখোঁ সালাম।
কামেলানে তারিকাত পে কামিল দুরুদ
হামেলানে শারিয়াত পে লাখোঁ সালাম।
গাওসে আযাম ইমামুত তুক্কা ওন্নোকা
জালওয়ায়ে শানে কুদরাত পে লাখোঁ সালাম।
মেরে উস্তাজ মাঁ বাপ ভাই বাহান
আহলে উলদও আসিরাত পে লাখোঁ সালাম ।
কাশ মাহাশার মেঁ জাব উন কি আমাদ হো আউর
ভেজে সাব উন কি শৌকাত পে লাখোঁ সালাম ।

মুঝ সে খিদমাত কে কুদসী কাহেঁ হাঁ রাযা
মুস্তাফা জানে রাহমাত পে লাখোঁ সালাম ।

www.YaNabi.in

***** সমাপ্ত *****

বিনীত –
মোঃ আব্দুল আযীয কালিমী
বড় বাগান, মানিকচক, মালদা।
১১ ই শাবান, ১৪৩৭ হিজরী
১৯ শে মে ২০১৬, রোজ বৃহস্পতিবার।